NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বিচারক কেন নিরপেক্ষ হবেন? তিনি তো মানুষের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে

বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত ছেলে, পালটা অভিযোগ ৬

কলকাতা ৯ জানুয়ারি ২০২৪ ২৩ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.1.2024, Vol.17, Issue No. 208, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

কলকাতায় জুড়ল ভাঙড় ডিভিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘোষণা হয়েছিল আগেই। সোমবার আত্মপ্রকাশ করল কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশন। কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশের এই দশম ডিভিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সবমিলিয়ে ২০০-র বেশি পুলিশ কর্মী দায়িত্ব নেবেন ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার। এই ডিভিশনের আওতায় রয়েছে আটটি থানা। সেগুলি হচ্ছে হাতিশালা, পোলেরহাট, উত্তর কাশীপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, মাধবপুর, চন্দনেশ্বর, বোদরা ও ভাঙড়। এ ছাড়াও ওই ডিভিশনের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নতুন ভাঙড় ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হয়েছে। ডিভিশনে দু'জন ডিসি পদমর্যাদার আওতায় থাকছেন চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। প্রত্যেক থানায় থাকছেন ওসি, অতিরিক্ত ওসি, দশজন সাব ইন্সপেক্টর, চারজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, দু'জন সার্জেন্ট, ১২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, তিনজন মহিলা এএসআই, ৮০ জন কনস্টেবল, ৩০ জন মহিলা কনস্টেবল, ১২ জন গাড়ি চালক। ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডে থাকছেন একজন এসি, দু'জন ইন্সপেক্টর, ১৫ জন সার্জেন্ট, ১৫ জন এএসআই, ১০০ জন কনস্টেবল। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার নামকরা থানা কিংবা গোয়েন্দা দপ্তর থেকে বেশ কয়েকজন দাপুটে অফিসার বদলি হয়ে ভাঙড়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। তারুণ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কলকাতার ৮ জন সফল পুলিশ অফিসারকে ভাঙড় ডিভিশনের ৪টি থানার ওসি ও অতিরিক্ত করা হয়েছে। ৪টি থানার পাশাপাশি ভাঙড় ট্র্যাফিক গার্ডও এদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিচ্ছে।

জামিন মিডলম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন আরও এক মিডলম্যান। এবার শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন প্রদীপ সিং ওরফে ছোটু। এই নিয়ে নিয়োগ মামলায় মোট জামিনের সংখ্যা হল চার। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ প্রদীপের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত অপর এক মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের সঙ্গী এই প্রদীপ সিং। গত নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছিল প্রসন্ন। গ্রেপ্তারির ৫০৫ দিনের পর শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন প্রদীপ সিং। এর আগে মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্যকে প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় জামিন দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসসি নিয়োগ মামলায় জামিন পেয়েছিলেন নীলাদ্রি ঘোষ। তার পর এসএসসি মামলাতেই জামিনে মুক্তি পান প্রসন্ন রায়। চতুর্থ জন হিসাবে জামিন মঞ্জুর হল প্রদীপের।

প্রতি স্কুলে বিশেষ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে এবার থেকে প্রত্যেকটি স্কুলে অন্তত একজন করে বিশেষ শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে সমস্ত স্কুলে এধরনের শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি মেনে এই নিয়োগের উদ্যোগ বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অনুপাত সঠিক রাখার জন্যও রাজ্যের শিক্ষা নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য একটি সার্বিক নীতি তৈরির কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি এমন স্কুল থেকে তাদের সংখ্যা কম এমন স্কুলের মধ্যে পড়ুয়া ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। তবে কোনোভাবেই যাতে পড়ুয়াদের নিজেদের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের স্কুলে না যেতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের যাতায়াতেরও ব্যবস্থা করবে রাজ্য।

'যোগ্য লোকেদের ৬০ বছরেও বিদায় দিই না'

নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বে বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: তৃণমূলে যখন নবীন-প্রবীণের গুরুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে, তখনও নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন, '৩৬ বছর বয়সে যা সম্ভব, ৭০ বছর বয়সে তা সম্ভব নয়'। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করার ২৪ ঘণ্টা পরই সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরে মেলার উদ্বোধনে এসে বললেন, 'যোগ্য লোকেদের ৬০ বছরে বিদায় দিই না।'

সোমবার গঙ্গাসাগরে পৌঁছে সরকারি মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি আমলাদের দেখিয়ে বললেন, '৬০ বছর বয়স হয়ে গেলেই যে কাউকে বিদায় দিতে হবে, তা রাজ্য সরকার বিশ্বাস করে না। বরং অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়।' যা শুনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, সরকারি মঞ্চ থেকেই কি মমতা দলকে বার্তা দিতে চাইলেন?

গঙ্গাসাগরে পৌঁছে একাধিক সরকারি প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ছিলেন রাজ্যের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা অর্থ উপদেষ্টা হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্যের আর এক প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের কথা বলতে গিয়েই মমতা বলেন, 'আমরা তাঁদের কাজকর্ম, পুরো অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরো কাজে লাগাই।' সেখানেই না থেমে তৃণমূল নেত্রী পাশে দাঁড়ানো বর্তমান মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিককে দেখিয়ে তিনি বলেন, 'এক সঙ্গে তিন জন কাজ করছেন। দু'জন প্রাক্তন, এক জন বর্তমান মুখ্যসচিব।'

আমলাদের অবসরের পর তাঁদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা নতুন বিষয় নয়। কিন্তু মমতা যে ভাবে বয়সের মানদণ্ডের বদলে অভিজ্ঞতাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, তাকে অনেকেই শাসকদলের বর্তমান দ্বন্দ্বের সঙ্গে তার সংযোগ পাচ্ছেন। রবিবারই ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি বলেছি বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে। আমার ৩৬ বছরে যা ক্ষমতা, ৫৬-তে একটু হলেও তো ক্ষমতা কমবে। আমি নবজোয়ারে যেভাবে ঘুরেছি, ৭০ বছর বয়স হলে তা পারা সম্ভব নয়। এটা তো ধ্রুব সত্য। এটা অস্বীকার করার কী আছে?' পাশাপাশি অভিষেক এ-ও বলেন, 'আমি সব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াব। এতে কোনও দ্বিমত নেই।'

প্রসঙ্গত, অভিষেক আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি মনে করেন সব পেশার মতো রাজনীতিতেও অবসরের বয়স থাকা উচিত। তার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল, 'বয়স আবার কী! মনের বয়সটাই আসল বয়স।" এই 'বৈপরীত্য' নিয়ে শাসকদলের মধ্যে 'নবীন-প্রবীণের' দ্বন্দ্ব গত কয়েকদিন ধরেই বারবার প্রকাশ পেয়েছে। গত ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে শাসকদলে নবীন-প্রবীণ বিতর্ক নতুন মাত্রা পায়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, বছরের প্রথম দিন মমতা-অভিষেক দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বৈঠক করেন। এক দিকে কুণাল ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী, তাপস রায়েরা নবীনদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। পাল্টা প্রবীণদের পক্ষে সওয়াল করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়রা।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের তরফে ঐক্যের বার্তা যতই দেওয়া হোক, ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'রকম মনোভাব ও মন্তব্য নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনীতিক মহলের অনেকের বক্তব্য, মমতার বার্তা স্পষ্ট এক্ষেত্রে।

গঙ্গাসাগর মেলা উদ্বোধন, মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু হবে ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার গঙ্গাসাগরে মেলার সূচনা করলেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিদর্শন করে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিলেন। মেলার উদ্বোধনে জানালেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় আসা তীর্থযাত্রীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার কাকদ্বীপের মুড়িগঙ্গার নদীর উপরে সেতু তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে জানান, এই সেতু তৈরি এবং মেলাটিকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণার জন্যে রাজ্যের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে বারংবার চিঠি দেওয়া হলেও তার কোন উত্তর না মেলায় রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়াও গঙ্গাসাগর মেলা কে হেরিটেজ ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্যের তরফে ইউনেস্কো কে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এদিন দুপুরে গঙ্গাসাগরে পৌঁছে তিনি মেলা প্রাঙ্গণে রঙিন আলোক মালা সহ মোট ন'টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মেলা চলাকালীন ৯- থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের উপর থেকে তীর্থ কর মকুবের পাশাপাশি এই সময় মেলায় আসা প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকা করে বিমার কথা ঘোষণা করেন তিনি। গতবার মেলায় প্রায় ৮০ লক্ষ তীর্থযাত্রী এসেছিলেন উল্লেখ করে এই বছর কুম্ভ মেলা না থাকায় আরও বেশি যাত্রী আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

'আইন যারা ভেঙেছে রেয়াত করা হবে না'

সন্দেশখালির ঘটনায় স্পষ্ট বার্তা ডিজিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: সন্দেশখালির ঘটনায় অবশেষে মুখ খুলল রাজ্য-পুলিশ প্রশাসন। ইডির ওপর হামলার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সোমবার সেই প্রশ্নেরই জবাব দিলেন রাজ্য পুলিশের নতুন প্রধান রাজীব কুমার। জানিয়ে দিলেন, আইন ভাঙলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।

রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা সেখ শাহজাহানের বাড়িতে যেতে গিয়ে গত শুক্রবার আক্রান্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তিন আধিকারিক। এছাড়াও, গুরুতর আহত হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা। ঘটনার দিন ভাঙচুর করা হয়েছিল তদন্তকারী আধিকারিকদের গাড়িও। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে এলাকার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না বলে সাফ জানালেন রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমার। পুলিশের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ এনেছে ইডি, সেটাও জানান তিনি।

অন্য দিকে, সন্দেশখালির পর বনগাঁতেও ইডির ওপর হামলা হয়। বনগাঁতে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েও হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। দু'টি ঘটনাতেই ইডির অভিযোগ ছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে বনগাঁর ঘটনাটিতে ইডি বলে, পুলিশ সুপারকে আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও তিনি বাহিনী পাঠাননি। গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনে সোমবার গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যের নতুন ডিজিপি রাজীবও। তাঁকে সন্দেশখালির ঘটনা এবং তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। রাজীবের কাছে জানতে চাওয়া হয় শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে কী পদক্ষেপ করতে চলেছে প্রশাসন? জবাবে রাজীব বলেন, 'যাঁরা যাঁরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠিনতম পদক্ষেপ করা হবে। আর যাঁরা আইন ভেঙেছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও।'

এদিকে গত শুক্রবারের পর থেকেই বেপাত্তা শাহজাহান শেখ। সন্দেশখালি ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর পাহাড় প্রমাণ সম্পত্তির ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। ইডির ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে শাহজাহানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার না হয় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে ঘটনার পর তিন দিন কেটে গেলেও শাহজাহান কোথায় তা নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। শাহজাহান কেন গ্রেপ্তার হয়নি তা নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে রবিবার জবাব তলব করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

তারপর আরও ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে, শেখ শাহজাহানের ভাই ও তৃণমূল বিধায়কের দাবি ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীরের দাবি, ঘটনার দিন ফোন বাড়িতে রেখে তাঁর দাদা পরিবার নিয়ে বাইরে বাইরে বেরিয়েছিল। দাদা কোথায় তা তিনি জানেন না। অন্য দিকে, স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো একটি সংবাদমাধ্যমকে জানান, এলাকাতেই রয়েছেন শেখ শাহজাহান। শাহজাহানের আইনজীবী মারফৎ কথা বলছেন। কেন দু'জনের দু'রকম বক্তব্য, কেন পুলিশ পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের সদিচ্ছা নিয়েও।

এসএসসি-র চারটি মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ

চারটেতেই নাম পার্থর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এসএসসির চারটি মামলায় এক সঙ্গে চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। সূত্রের খবর, আলিপুর জাজেস কোর্টে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত ওই চারটি মামলারই তদন্ত শেষ হয়েছে।

সূত্রের খবর, এসএসসির চারটি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম জুড়েছে সিবিআই। চার্জশিটে তার উল্লেখ থাকতে চলেছে। হাই কোর্ট বলেছিল, জানুয়ারির নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে সোমবার চার্জশিট জমা করছে সিবিআই। এসএসসির সমস্তমামলা নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডিতে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জশিট পেশ করছে সিবিআই।

তবে প্রাথমিকের মামলায় চার্জশিট দিচ্ছে না। প্রাথমিক ছাড়া নবম-দশম নিয়োগের মামলায় পার্থ-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে চলেছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, এগুলি এই মামলায় নতুন নাম। এজেন্টের নামও রয়েছে এই মামলায়। তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা এই মামলাতেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেই মামলাতেও পার্থ-সহ সাত জনের নাম জড়িয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, এসএসসির একটি মামলার চার্জশিটে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের নাম রয়েছে। আগে সাক্ষী ছিলেন, এমন তিন জনকে নতুন চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে।

গত নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, এসএসসিতে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে যে তদন্ত করছে সিবিআই, সেই সমস্ত তদন্ত পরের দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই মামলাগুলির শুনানিতে ক্রমাগত দেরি হচ্ছে বলে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মামলাকারীরা। তার পরেই সুপ্রিম কোর্ট ওই নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মতো জানুয়ারির ৮ তারিখ চূড়ান্ত চার্জশিট দিল সিবিআই। জানাল, চারটি মামলায় তাদের তদন্ত শেষ। সেই সূত্র ধরে তাদের হাতে উঠে এসেছে নতুন তথ্য। পার্থের নাম জড়িয়েছে চারটি মামলাতেই। আগে একটি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল। চূড়ান্ত চার্জশিটে চারটি মামলাতেই তাঁর নাম জড়িয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা গুজরাত সরকারের

১১ জন ধর্ষককে মুক্তির সিদ্ধান্ত এক্তিয়ার বহির্ভূত

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: বিলকিস বানো মামলায় ১১ জন ধর্ষককে মুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাত সরকার, তা এক্তিয়ার বহির্ভূত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের পর্যবেক্ষণ, জালিয়াতি করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সোমবার স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তিতে বিলকিসের পরিবার। গুজরাত সরকার মেয়াদ শেষের আগে যে ১১ জন অপরাধীকে মুক্তি দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের ফের জেলে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশে বড় ধাক্কা খেয়েছে গুজরাত সরকার। মেয়াদ শেষের আগে ধর্ষকদের মুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাত সরকার তা খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে মামলার শুনানি চলবে। এই নির্দেশের পর সংবাদমাধ্যমকে বিলকিসের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ জানান, এই সিদ্ধান্তে তাঁরা স্বস্তি পেলেও এখনও জয় আসেনি। তিনি বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে বিচারব্যবস্থার উপর আবার আস্থা ফিরে পেয়েছেন। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের পর্যবেক্ষণ, জালিয়াতি করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এটা গুজরাত সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও এক্তিয়ারই ছিল না গুজরাত সরকারের। যে হেতু মামলার শুনানি মহারাষ্ট্রে হয়েছে, তাই মহারাষ্ট্র সরকারই পারে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। এই বক্তব্যেই আশঙ্কিত বিলকিসের পরিবার। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিলকিসের পরিবার-ঘনিষ্ঠ ওই ব্যক্তি বলেন, 'অপরাধীরা আবার মুক্তির জন্য অন্য রাজ্যের সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে। সেটা যদি আবার আদালত বিবেচনা করে! যা বুঝতে পারছি, লড়াই এখনও শেষ হয়নি।'

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের মার্চ মাসে দাহোদ জেলায় লিমখেড়া তালুকায় রাধিকাপুর গ্রামে একদল দুষ্কৃতী বিলকিস বানোর পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছিল। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিসকে গণধর্ষণ করা হয়। বিলকিসের চোখের সামনেই তাঁর তিন বছরের মেয়েকে পাথরে আছড়ে মারে হামলাকারীরা। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। তাঁর পরিবারের ৭ জন সদস্যকে খুন করা হয়। পরিবারের অন্য ৬ জন সদস্য পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। পরে ২০০৪ সালে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুম্বইয়ে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত ২০০৮ সালের ২১ জানুয়ারি ১১ ধর্ষকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীকালে সেই সাজার মেয়াদ বহাল রেখেছিল বম্বে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে, ২০২২ সালের ১৫ অগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে বিলকিসকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল ওই ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, জেলে ওই ১১ জন ধর্ষক এবং খুনি 'ভাল আচরণ' করেছেন, সে কারণেই তাঁদের সাজার মেয়াদ কমানো হয়েছে। এর পরই ১১ জনকে ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায় আদালত। মুক্তির পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই অপরাধীদের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

হাসপাতালে ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সন্ধেয় আচমকা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। কলকাতার এক নামী বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন কলকাতার মহানাগরিক। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এদিন সন্ধেয় আচমকা কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন তিনি। সেই কারণেই তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। কোমরের যন্ত্রণার জন্য মেয়রকে একটি ইঞ্জেকশন নিতে হবে বলে জানা যাচ্ছে। সেই ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই ইঞ্জেকশনটি দিতেই আপাতত এক রাতের জন্যই তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থা ঠিকঠাক থাকলে, আজ মঙ্গলবারই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে মেয়রকে।

অভিষেকের সম্পত্তির হিসাব চান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির হিসাব জানতে চাইলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্দেশে কিছুটা চ্যালেঞ্জের সুরেই তাঁর মন্তব্য, 'আমি দেখতে চাই আইনের মুখোমুখি হয়ে এ রাজ্যের সরকার কতদিন চলাতে পারে।' সোমবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে একটি চিঠি জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এর পরই সন্ধ্যাবেলায় হাই কোর্ট থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিচারপতি। সেখানে বলেন, 'ওদের অসুবিধা হচ্ছে আমার বিভিন্ন পদক্ষেপে ওদের বিভিন্ন চোরেরা জেলে রয়েছেন। আরও কিছু জেলে যাবেন। সেই জন্যই আমার উপর এত রাগ।' এর পরেই বিচারপতির সংযোজন, 'যে ভাবে দুর্নীতির তদন্ত আটকানোর জন্য মামলা হচ্ছে, তাতে মাঝে মাঝে মনে হয়, কোন দিন দেখব, একদল চোরও বিরাট বিরাট আইনজীবী দাঁড় করিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবে, আমরা চৌর্যবৃত্তি করে বাঁচি। আমাদের বিষয় সম্পত্তি সবই চুরি করে করা। যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় আমাদের জীবন এবং জীবিকার অসুবিধা হবে। সুতরাং সেটা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ ধারাকে লঙ্ঘন করবে। আমাদের অবাধে চুরি করার অধিকার দেওয়া হোক।' যদিও বিচারপতির মন্তব্যের উত্তর দিয়েছেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'বিচারপতি ভাল মানুষ। ওঁকে সবাই ভগবান ভগবান বলে একটা মায়াজাল তৈরি করেছে। তবে ওঁকে একটি বাংলা প্রবাদের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, দশচক্রে ভগবান ভূত। বিচারপতিকে আমাদের অনুরোধ, এই প্রবাদটিকে সফল হতে দেবেন না।'

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগর, সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিসন) দ্বিতীয় আদালত,
টাইটেল স্যুট কেস নং- ২৯২/২০২২

নজরুল ইসলাম মল্লিক, পিতা- মরহুম আব্দুল বসির মল্লিক, সাং- অনন্তপুর (উত্তর), পোঃ- ইলাহিপুর, থানা- হরিপাল জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৭০৬। ...বাদীপক্ষ

-বনাম-

১) আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক,
২) সৈদুল মল্লিক,
৩) আব্দুল সাবুদ মল্লিক,
উভয়ের পিতা- মরহুম আব্দুল ওহিদ মল্লিক,
৪) ফতেমা বেগম, স্বামী- আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক, সর্ব্ব সাং-অনন্তপুর (উত্তর), পোঃ- ইলাহিপুর, থানা- হরিপাল জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৭০৬। ...বিবাদীপক্ষগন

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদী উপরোক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রুজু করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে বিবাদী নং-২ সৈদুল মল্লিক বা উপরোক্ত বিবাদীগনের বা কাহারো কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি বা আপনার উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া তাহার কারন দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে ২নং বিবাদীর বিরুদ্ধে।

অর্ঘ্য ঘোষ
অ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
Nilima Chatterjee
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) দ্বিতীয়
আদালত

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumar Gupta son of Subhas Prasad Gupta residing at 165/1, Baithak Khana Road, Amher Street, Kolkata- 700009, W.B. vide Affidavit - 12368 Date- 28/12/2023 sworn before Judicial Magistrate 5th Courth 1st Class, Sealdah that my Mother actual and correct name is Sakuntala Devi Gupta. Sakuntala Devi Gupta and Shakuntala Devi is one and same Identical Lady I.E. My Mother.

CHANGE OF NAME

I, Subhas Prasad Gupta, son of Late Ram Das Gupta, Residing at 165/1 Baithak Khana Road, Amher Street, Kolkata- 700009, W.B. vide affidavit - 12367 Dated 28/12/2023 sworn before Judicial Magistrate 5th Court 1st Class, Sealdah that Subhas Prasad Gupta and Subhash Prasad Gupta is the same and One Identical Person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, হুগলী জেলা জজ আদালত
সন ২০১৬ সালের ৭৫ নং দেওয়ানী আপীল

অনিল চন্দ্র দাস দীং

উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় ৫নং রেসপনডেন্ট শ্রীমতী কল্পনা দাস, স্বামী অধীর চন্দ্র দাস, পিতা আশুতোষ দাস সাকিম- জয়কৃষ্ণপুর, পোঃ- লালবাড়ী, থানা- চন্ডীতলা, জেলা-হুগলী আপনার বিরুদ্ধে আপীলেন্ট শ্রী অনিল চন্দ্র দাস, পিতা- প্রয়াত পাঁচকড়ি দাস, সাকিম ও পোঃ- বলরামবাটী থানা সিঙ্গুর জেলা হুগলী একটি আপীল মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার এক মাসের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য দাখিল করিবেন। নতুবা আপনার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী জারী হইবে।

আপীলেন্ট পক্ষে
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী জজ কোর্ট।

নাম -পদবী

গত 09/08/2023 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 70 নং এফিডেভিট বলে আমি Ranajit Bera S/o. Late Yadav Bera নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Basir Mallick নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম -পদবী

গত 07/11/23 S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে 24708 নং এফিডেভিট বলে Susanta Kumar Dey S/o. Parbati Charan Dey ও Sushanta Kr. De S/o. P. Ch. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 02/01/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 41 নং এফিডেভিট বলে আমি Pratap Bauldas S/o. Sital Bauldas (old name) R/o. Bhairabpur, Mahanad, Polba, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pratap Das S/o. Sital Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Pratap Bauldas S/o. Sital Bauldas & Pratap Das S/o. Sital Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 05/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 259 নং এফিডেভিট বলে Prasanta Dutta Banik S/o. Prohalad Dutta Banik ও Prosanta Dutto Banik, Prosanta Dutta Banik S/o. P. Dutto Banik, Prohlad Banik Banik, Prahlad Dutta Banik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 18/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10986 নং এফিডেভিট বলে Lakshman Tiwari S/o. Sriram Tiwari ও Lakhsman Tewari S/o. S. Tewari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18717 নং এফিডেভিট বলে Koushik Bandyopadhyay S/o. Nabakumar Bandyopadhyay ও Koushik Banerjee S/o. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 04/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 112 নং এফিডেভিট বলে Abhijit Mukhopadhyay S/o. Amiya Kumar Mukherjee ও Abhijit Mukherjee S/o. A. Kr. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 05/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 261 নং এফিডেভিট বলে Sk Moslem Ali S/o. Sekh Khatir Ali ও Ali Moslem S/o. Khatir Moslem সাং অনন্তপুর, ধনিয়াখালি, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 29/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 19074 নং এফিডেভিট বলে Kishore Kumar Manik S/o. Nemai Chandra Manik ও Kishor Manik S/o. Nimai Manik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 02/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 93 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajarshi Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rashbehari Saha ও Late R. B. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 02/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 86 নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Sar S/o. Anil Kumar Sar ও Prasanta Kr Sar S/o. A. Kr. Sar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 05/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 260 নং এফিডেভিট বলে Somnath Sarkar S/o. Jiban Sarkar ও Som Nath Sarkar S/o. Lt. J. K. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 08/01/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 213 নং এফিডেভিট বলে Sk Aminur Rahaman ও Aminur Rahaman S/o. Sk Abdur Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 02/01/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 26 নং এফিডেভিট বলে Khandakar Golam Moztoba Ahammad S/o. Khandakar Golam Rasul ও Kh Golam Mojtaba Ahmed S/o. G. Rasul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 08/01/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 07 নং এফিডেভিট বলে Aparna Seal W/o. Subir Kumar Seal ও Aparna Seal W/o. S. Seal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 17/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 5855 নং এফিডেভিট বলে আমি Rintu Kumar Masid S/o. Ratan Kumar Masid R/o. Rabindranagar Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rintu Kumar Masid S/o. Ratan Kumar Masid এর পরিবর্তে Rintu Mashid S/o. Ratan Kumar Mashid নামে পরিচিত হইয়াছি।

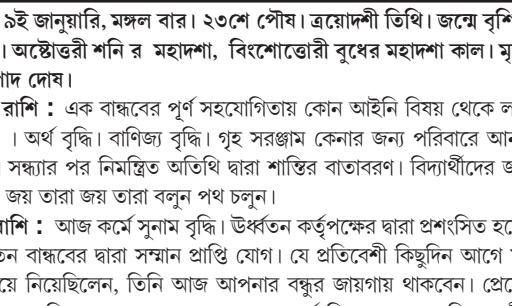

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই জানুয়ারি, মঙ্গল বার। ২৩শে পৌষ। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি । অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে ।বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন ।এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি । কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে ।আপনার নামে নয় , এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহ্বর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন । পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন । দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি -অর্থ বৃদ্ধি ।পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন ।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ ।গৃহবধুদের ছোট ভ্রমণ রয়েছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

জনসংযোগে ঘাটতি, নিষ্কর্মাদের জন্য স্বীকারোক্তি সিপিএমের

সুবীর মুখোপাধ্যায়

নিচুতলার কর্মীদের ও নেতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতা জন্য পার্টিতে সাফল্য আসছে না। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়ার পর যে আশা করা হয়েছিল, সেটা হয়নি, উল্টে অনেকে দলে থেকে নিস্কর্মা থেকে গেছে। নিচু তলার কর্মীদের ও নেতাদের নিজেদের ত্রুটি সংশোধন না করার জেরে এবং এদের জন্য ক্ষোভের বসে অনেকে দলের কর্মসূচি থেকে কার্যত সরে যাচ্ছেন এবং পার্টিতে ক্ষয় হয়েছে। আর যার জেরে সাধারণ মানুষের মন পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠছে। বামেদের সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা এই তথ্য ধরা পড়ায়, উদ্বেগ বেড়েছে সিপিএম নেতৃত্বের কাছে। দলীয় সূত্রে খবর, জেলা নেতাদের সাধারণ মানুষকে যেভাবে সংগঠিত করার কথা ছিল এবং যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তাতে সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতা এসেছে। শুধু তাই নয়, হাওড়ায় বর্ধিত রাজ্য কমিটির বৈঠকে ৩-৫ নভেম্বর যে আন্দোলন সম্পর্কিত নির্ধারিত কর্মসূচি করে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও ফাঁকিবাজি লক্ষ্য করা গেছে। প্রচারের আলোয় আসতে কেউ কেউ শহরতলিতে গুটিকতক কর্মীদের নিয়ে নাম কাওয়াস্তে লোক দেখানো মিছিল মিটিং হয়েছে বলে দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষকে সংগঠিত না করতে পারায়, এই ধরনের কার্যক্রম করা হয়েছে বলে মনে করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে না পারায় হাজারো প্রচেষ্টার পর সাফল্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের এই বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত আলিমুদ্দিনের কর্তারা।

ব্যারাকপুরে সপ্তম বার্ষিকী বিবেক মেলার উদ্বোধনে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবং ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলর সম্রাট তপাদারের উদ্যোগে সোমবার বিকেলে উদ্বোধন হল সাতদিনব্যাপী বিবেক মেলার। এদিন কালিয়া নিবাস যুব সংঘ খেলার মাঠে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মেলার উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর বিবেকানন্দ মিশনের স্বামী নিত্যরূপা নন্দজি মহারাজ ও রাঘবানন্দজি মহারাজ, ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং, প্রাক্তন ফুটবলার জগদীশ ঘোষ ও মেলার মূল সংগঠক সম্রাট তপাদার-সহ বিশিষ্টজনেরা। মেলা চলবে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে সামনে রেখে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তবে মেলা মানেই মানুষের সমাগম। মেলাকে ঘিরে এখানে ব্যবসাও হয়। মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা সম্রাট তপাদার জানান, এবারের মেলার থিম বসুধৈব কটুম্বকম। রাম রহিম না যুদা করো ভাই, মনটা খাঁটি রাখো জি, দেশের কথা ভাবো ভাই গো, দেশ আমাদের মাতাজি। এদিন উদ্যোক্তাদের তরফে ৩০ জন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের হাতে হুইল চেয়ার, ট্রাই সাইকেল ও স্ক্রাচ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও উপার্জনহীন ১৫ জন মানুষের হাতে এদিন ভ্যান-রিকশাও তুলে দেওয়া হয়।

অযোধ্যাতে মানুষের টাকায় রাম মন্দির হয়েছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার হাওড়ার রামরাজাতলা এলাকার শংকর মঠে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে মন্দির প্রশ্নে বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'রাম মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে মাঘ মাসে, পঞ্জিকা মেনে, আর উনি পিতৃপক্ষে ফিতে কাটতে কাঁচি নিয়ে ঘোরেন। আমরা জানি পঞ্জিকার বিষয়। আমরা জানি পিতৃপক্ষে কোনো শুভ কাজ হয় না। ওই সময়ে পিতৃ পুরুষের জন্য পিন্ডদান ও মস্তক মুন্ডন জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়।' এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, রাম মন্দির নির্মাণ হয়েছে দেশজুড়ে মানুষের থেকে সংগ্রহ করা অর্থে। আর দিঘাতে ১৮০ কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য সরকার মন্দির নির্মাণ করছে। যার নাম জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার। এই ধরনের সেন্টার যে কেউ তার নিজের পাড়াতে খুলতে পারে, যদিও সেখানে বিধিবদ্ধ উপায়ে পূজা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে শুভেন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুদের দাবিয়ে রাখার অভিযোগ আনেন। রাম মন্দির ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিজেপি কর্মীরা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। সেখানে রাম মন্দিরের অক্ষত চলবে আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে আসছেন।

জীবনযুদ্ধে জয়ের কাহিনি শোনালেন ক্যানসার জয়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রক্তের বিবিধ রোগ, বিশেষ করে ব্লাড ক্যানসারের মতো মারণ রোগও রুখে দেওয়া যায় প্রকৃত চিকিৎসার মাধ্যমে। জটিল ক্যানসার রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা ক্যানসার জয়ীরা শোনালেন তাঁদের ক্যানসার জয়ের কাহিনি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পিকনিক গার্ডেন লীলা সেবা সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার মহাজাতি সদনে 'উজ্জীবন' নামে এক অনুষ্ঠানে তাঁরা জানান, ক্যান্সারের আরোগ্য শুধু যে সম্ভব তাই নয়, এই রোগ থেকে সেরে ওঠার পরে একেবারে স্বাভাবিক জীবনেও ফেরা যায়। বিগত কয়েক বছর ধরে উপযুক্ত চিকিৎসায় ক্যানসার রোগীদের সারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন যিনি সেই বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌম্য ভট্টাচার্য-র ডাকে কয়েকশো ক্যানসার সারভাইভার রবিবার এসেছিলেন এই বার্ষিক মিলন উৎসবে। এখানে তাঁরা নিজেদের ক্যানসার জয়ের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। অনেকেই জানান, দেশ বিদেশে চিকিৎসা করিয়েও যখন তাঁদের ক্যানসার রোগ সারছিল না তখন সৌমবাবুর সান্নিধ্যে এসে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁরা ধীরে ধীরে ক্যানসারকে জয় করেছেন। সৌম্য ভট্টাচার্য বলেন, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে যে জটিল থেকে শুরু করে জটিলতর ক্যানসার রোগকেও সারিয়ে তোলা যায়, এই ক্যানসার জয়ীরাই তার উদাহরণ।

খড়দায় খেলার মাঠে দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ক্রিকেট খেলাকে ঘিরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে রবিবার রাতে তপ্ত হয়ে ওঠে খড়দা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ছাব্বিশ শিবমন্দির এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে দর্শক ভর্তি মাঠে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চলছিল। খেলা চলাকালীন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আচমকা গন্ডগোল বেধে যায়। গন্ডগোলের কারণে মাঝপথেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, দু'দলের খেলোয়াড়রা ব্যাট, বল ছেড়ে দিয়ে একে অপরের দিকে তেড়ে যায়। এমনকী উভয় পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন।

পূর্ব রেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হলেন মিলিন্দ দেওস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেল মন্ত্রক থেকে পূর্ব রেলের মিলিন্দ দেওস্করকে নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করা হল। তিনি ভারতীয় রেলের ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস এবং রেলের স্টোর সার্ভিসের ১৯৮৭ সালের ব্যাচের কর্মী। এই যাবৎ তিনি রেলের কার্যকরী ও ম্যানেজমেন্ট পদে কাজ করে এসেছেন। এছাড়াও রেল বোর্ডের সেক্রেটারি সহ পুনে বিভাগের অতিরিক্ত ডিআরএম পদেও কাজ করে এসেছেন। পাশপাশি চেন্নাইতে ইন্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরি ও সেন্ট্রাল রেলের কঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন-এর চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার পদেও দায়িত্ব সামলেছেন। সোমবার থেকে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার পদে তিনি তার দায়িত্ব বুঝে নিন। বিভাগের অন্যান্য মুখ্য আধিকারিকদের সঙ্গেও তিনি আজকে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন, যার মাধ্যমে পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মদক্ষতা আরও দ্রুত যাতে উন্নত করা সম্ভব হয়।

শেষ হল তিনদিন ব্যাপী কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন মেলা, তৈরি হচ্ছে কলেজ স্ট্রিট

রূপম চট্টোপাধ্যায়

মধ্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে আয়োজিত তিনদিনের লিটিল ম্যাগাজিন মেলা শেষ হল। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে। তার আগে এই ম্যাগাজিন মেলা ছিল অনেক প্রকাশকের প্রস্তুতি পর্ব। কাইন্টার এরা, এবং জলার্ক, নিষ্পলক, মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর মুখপত্র- অধিকার, অপ্রচলিত পত্রিকা, বাকচর্চার প্রকাশন ছিল এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। কাউন্টার এরার প্রকাশনা 'কোবাড গান্ধির কারা জীবন' ও শনিবার দে'জ এর সভাঘরে সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী উদ্বোধন করলেন সহচর প্রকাশনার সাহিত্যিক তন্বি হালদারের 'ম্যানহোলের ঈশ্বর'। কলেজ স্কোয়ারে কাউন্টার এরার - ইংরেজি প্রকাশনা, লিনচিং ইন ইন্ডিয়া এবার কলকাতা বই মেলায় ঝড় তোলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। লালমাটি থেকে প্রকাশিত তুহিন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পাবক' বই মেলায় সাড়া জাগাবে। লোকায়ত চৈতন্য ও চৈতন্যের শেষ প্রহর খ্যাত তুহিন মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসের নায়ক আসলে সত্তর দশকের অগ্নিময় সময়। এখনও পর্যন্ত হিসেব বলছে ৭০০০ নতুন বইয়ের সম্ভার থাকছে এবারের কলকাতা বই মেলায়। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বইমেলা কর্তাদের। ১৯ জানুয়ারি অনুষ্টুপের উদ্যোগে আলোচনায় থাকবেন ডা অরিন্দম চক্রবর্তী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ জানুয়ারি ২০২৪ ২৪ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার

তফসিলি জাতি-উপজাতির পড়ুয়াদের জন্য নয়া প্রকল্প চালু রাজ্যের, সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তফসিলি জাতি এবং উপজাতির ছেলেমেয়েরা যাতে আইআইটি'র মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন, তার জন্য নতুন প্রকল্প চালু করল রাজ্য সরকার। সোমবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে যোগ্যশ্রী এই প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন বছরের প্রথম মাস থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে প্রথম ব্যাচ শুরু হবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পে ৪ হাজার ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী সুযোগ পাবেন। বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিযুক্ত করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, তফসিলি জাতি উপজাতির পড়ুয়াদের জন্য এর আগেই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। সেখানে এ পর্যন্ত প্রায় ২৮৮০ জন প্রশিক্ষিত হয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় ২২০০ পড়ুয়া উচ্চমাধ্যমিকের পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার সুযোগও

পেয়ে গিয়েছেন। এখন থেকে এক বছরের জায়গায় দু'বছর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। মনে করা হচ্ছে, এই পদক্ষেপে সাফল্যের হার আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করছে রাজ্য। আগামী মাস ঠেকেই ওই কর্মসূচি শুরু হবে। বছরে প্রায় ১৩০০ পড়ুয়া ওই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার যে ২৮৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তার মধ্যে ২ হাজার ১৫৪ জন চাকরি পেয়ে স্বনির্ভর হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। অন্যদিকে তিনি স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ প্রকল্প নামে আরও একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পে যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে এক বছর ইন্টার্ন হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এই সময় তাদের প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে। ভালো কাজ করলে পরবর্তী সময়ে সেই সব যুবক-যুবতীদের স্থায়ীকরণেরও সম্ভাবনা থাকছে। পাশাপাশি পড়াশোনার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এখন থেকে প্রতিবছর এক থেকে ৭ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে পড়ুয়া সপ্তাহ পালন করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। আগামী মাসের মধ্যে নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া সব ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাব দিয়ে দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে বলে তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

শুরু হল ভাঙড় ডিভিশনের পথচলা, আট থানাকে ভেঙে গড়া হল ভাঙড় ডিভিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার থেকে শুরু হল ভাঙড় ডিভিশনের পথ চলা। আর এই ভাঙড় ডিভিশনে কলকাতার নামকরা থানা কিংবা গোয়েন্দা দপ্তরের দাপুটে অফিসার থেকে বদলি হয়ে ভাঙড়ের দায়িত্ব পেয়েছেন কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক। তারুণ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে কলকাতার আট জন সফল অফিসারকে ভাঙড় ডিভিশনের চারটি থানার ওসি ও অতিরিক্ত ওসি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের অধীনে আনার কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। আটটি থানাকে নিয়ে ভাঙড়কে আলাদা একটি ডিভিশন করা হয়। ভাঙড় থানাকে ভেঙে ভাঙড় ও চন্দনেশ্বর থানা, অন্যদিকে কাশীপুর থানাকে ভেঙে পোলেরহাট ও উত্তর কাশীপুর থানা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে মাধবপুর, বোদরা, হাতিশালা ও বিজয়গঞ্জ বাজার থানাও চালু করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চারটি থানার পাশাপাশি ভাঙড় ট্র্যাফিক গার্ডও সোমবার থেকে কাজ শুরু করল। সবমিলিয়ে দু'শোরও বেশি পুলিশ কর্মী দায়িত্ব নেবেন ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার। প্রসঙ্গত, শনিবার কলকাতা পুলিশ কমিশনার এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেন। যেখানে নজরে আসে ভাঙড় থানার ওসি হিসাবে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ইন্সপেক্টর সুশান্ত মণ্ডলকে পাঠানো হল। অতিরিক্ত ওসি হিসাবে যাচ্ছেন সেন্ট্রাল ডিভিশন থেকে হরিদাস বৈদ্য। উত্তর কাশীপুরে ওসি হলেন অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি পার্ক স্ট্রিট থানার অতিরিক্ত ওসি। উত্তর কাশীপুরে অতিরিক্ত ওসি করা হয়েছে ফিরোজ তামাংকে। ওসি চন্দনেশ্বর হচ্ছেন সুনীল দেবনাথ। গোয়েন্দা দপ্তরের জন

কার্তিককে অতিরিক্ত ওসি করা হয়েছে। জোড়াবাগানের অতিরিক্ত ওসিকে পোলেরহাট থানার ওসি করা হয়েছে। অতিরিক্ত ওসি থাকছেন বন্দর ডিভিশনের মণীশ সিং। হাতিশালা, বিজয়গঞ্জ, মাধবপুর ও বোদরা এই চারটি থানার পরিকাঠামোর কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই আপাতত ওই চার থানা থেকে পরিষেবা দিতে চাইছে কলকাতা পুলিশ। এই থানাগুলোর মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সোমবার থেকে ভাঙড়ে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণও করবে কলকাতা পুলিশ। ভাঙড় ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি করা হয়েছে সাউথ ওয়েস্ট ট্যাফিক পুলিশ গার্ডের অতিরিক্ত ওসি মিদ্দা ইমামুদ্দিনকে। অতিরিক্ত ওসি হিসাবে শিয়ালদা ট্র্যাফিক গার্ড থেকে যাচ্ছেন গোপাল দাস। পূর্বতন ভাঙড় ও কাশীপুর থানার ওসিদের বারুইপুর হেড কোয়ার্টারে ট্রান্সফার করা হলেও ভাঙড়ের সিআই থাকছেন। ভাঙড়ের সার্কেল ইনস্পেক্টর প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় এতদিন কাশীপুর, জীবনতলা থানা ও ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বে ছিলেন। এখন থেকে তিনি শুধু জীবনতলা থানা ও ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি ভাঙড় ও কাশীপুর থানার সুপারভিশনের জন্য যে ডিএসপি (ক্রাইম) পদমর্যাদার অফিসার ছিলেন, সেই পদের বিলোপ হবে বলে সূত্রের খবর। তবে ভাঙড় ও কাশীপুর থানার পুরনো কয়েকজন অফিসার ও কনস্টেবলকে রাখা হচ্ছে কলকাতা পুলিশকে সহায়তা করার জন্য। সোমবারের ভাঙড় ডিবিশন শুরু হওয়ার আগে রবিবারই অনেক পুলিশকর্মী চলে আসেন এলাকা পরিদর্শনে। চারটি নতুন থানার পরিকাঠামো দেখার পাশাপাশি তাঁরা কথা বলেন পুরনো থানার অফিসারদের সঙ্গে। অনেককে দেখা যায় এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলতে। সবার মনে একটাই আশঙ্কা, তাঁরা কি পারবেন ভাঙড়ে আইনশৃঙ্খলা সামলাতে? কলকাতার যে কোনও থানার থেকে আকার আয়তনে বড় ভাঙড়ের চারটি থানার সীমানা। রাত্ম স্তায় স্ট্রিট লাইট নেই। নেই এলাকায় পর্যাপ্ত সিসিটিভিও। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন সদ্য দায়িত্ব পাওয়া পুলিশ আধিকারিকেরাও। ভাঙড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে হেলমেট পরা নিয়ে ব্যাপক অনীহা আছে। বেশিরভাগ গাড়ির সঠিক কাগজপত্র থাকে না। রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে ট্রাক-বাস। সে সব সামলে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা।

প্রার্থী হলে দীনেশকে প্যাভিলিয়নে ফেরানোর চ্যালেঞ্জ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকমাস বাদেই লোকসভা নির্বাচন। ডান-বাম-গেরুয়া সব দলই ইতিমধ্যেই ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে। তবে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ফের যদি দীনেশ ত্রিবেদী প্রার্থী হন। তাহলে তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফেরানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, বহুদিন বাদে প্রাক্তন সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদীকে ময়দানে গিয়েছেন। রবিবার নৈহাটির বড়মার মন্দিরে তিনি পুজোও দিলেন। তবে আচমকা দীনেশ ত্রিবেদীর আবির্ভাব নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে। এ প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, ভোটের সময় ওনাকে দেখা যায়। ভোট মিটলেই ওনি ভ্যানিস হয়ে যান। এইজন্যই তো ওনার সঙ্গে তাঁর লড়াই ছিল। সাংসদের দাবি, ২০০৯ ও ২০১৪ সালে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তাকে জেতানো হয়েছিল। ২০১৯ সালের নির্বাচনে ওনাকে হারানো হয়েছিল। ফের প্রার্থী হলে তাকে হারানো হবে। সাংসদের সংযোজন, বছরের ৩৬৫ দিনই তিনি মানুষের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু ওনাকে (দীনেশ ত্রিবেদী) শুধু ভোটের সময় দেখা যায়। প্রসঙ্গত, সোমবার কাঁচড়াপাড়ায় তৃণমূল নেত্রী আলো

রানি সরকারের বাড়িতে বনভোজনে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তবে দলের আদি কর্মীদের ভিড় দেখে তিনি ভীষণ আপ্লুত। সাংসদের কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস মানেই মেলবন্ধন আর ঐক্যবদ্ধ। আলো দি-র আমন্ত্রণে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের সঙ্গীদের উপস্থিতিতে তাঁর ভীষণ ভালো লেগেছে। প্রসঙ্গত, বাম জমানা থেকেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের দৈন্যদশা। শিল্পাঞ্চলে বন্ধ একের পর এক কল-কারখানা। শিল্পাঞ্চলের পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভাই-ভাইয়ের বিবাদের জেরে বহু বছর আগে থেকেই বন্ধ গৌরীপুর জুটমিল। ওই মিলটি পুরো শেষ হয়ে গিয়েছে। শ্যামনগর ডানবার কটন মিলও শেষ হয়ে গিয়েছে। খুশির খবর হিসেবে এদিন সাংসদ বলেন, শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিলের জমিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে উঠবে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক'। এলাকার বহু বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর সুভাষ চক্রবর্তী, মাখন সিনহা, বন্ধু গোপাল সাহা ও কল্পনা বসু, গদাই নিয়োগী, রঞ্জিত চৌধুরী, সোমা দাস, রানা দাশগুপ্ত-সহ ঘাসফুলের দুর্দিনের বহু সৈনিক।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শ্লেষ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'কী সব হচ্ছে এ রাজ্যে? সরকারি স্কুলে পড়াশোনা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

সোমবার এমনই মন্তব্য করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, আগে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করত, এখন অন্য কিছু করে। স্কুলের পঠনপাঠন বাদ দিয়ে ব্যবসা করে। এরপরই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সংযোজন, 'আমাকে আর কিছু বলতে বাধ্য করবেন না। ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না।'

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার ছোটমোল্লাখালি (পূর্ব)-এর এক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একটি মামলা করেছিলেন। তারই শুনানি ছিল এদিন। গোসাবার ছোটমোল্লাখালি এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতে কানাই চট্টোপাধ্যায়। অসুস্থতার কারণে ২০০৮ সালে ৩ মাসের জন্য ছুটি নেন কানাইবাবু। অভিযোগ, ছুটির পর আর তাঁকে স্কুলে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি।

২০১৪ সালে অবসর নেন তিনি। কিন্তু অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয় বলে অভিযোগ। সেই কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই মামলায় এমন মন্তব্য বিচারপতির।

ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন লাগোয়া বস্তিতে আগুনে ভস্মীভূত একাধিক ঝুপড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাটুলি: ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন লাগোয়া এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগে সোমবার সকালে। নিমেষে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি একের পর এক ঝুপড়িতে ধরে যায় আগুন।আগুনের খবর পেয়েই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। চলে আগুন নেভানোর কাজ। এদিকে আগুনের দাপট এতটাই বেশি যে তিনটি ইঞ্জিন দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্টই বেগ পেতে হয় দমকলকে। শুকনো আবহাওয়া আর তার সঙ্গে বাতাস বওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নিমেষের মধ্যে আগুনের শিখা গ্রাস করে বস্তির গোটা পঁচিশেক ঝুপড়িকে। এমন অবস্থায় প্রাথমিক ভাবে আগুনকে অ্যারেস্ট করতে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় আরও একটি ইঞ্জিনকে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের কাছে এই বস্তিতে বহু মানুষের বসবাস করেন। সোমবার সকালে হঠাৎই পোড়া পোড়া গন্ধ অনুভব করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই বাড়তে থাকে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে গোটা বস্তিকে। আতঙ্কে এলাকাবাসী ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে কীভাবে আগুন লাগল সেই বিষয়ে জানানো হয়নি দমকলের তরফ থেকে। এদিকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ ঝুপড়িবাসীদের ঘটনাস্থল থেকে সরানোর কাজ শুরু হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।

খবরের জেরে ভর্তিতে নেওয়া বাড়তি টাকা ফেরত দিল নৈহাটির বিদ্যা বিকাশ হাইস্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নতুন শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল নৈহাটির গরিফার হিন্দি মাধ্যম (কো-এড) বিদ্যা বিকাশ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত করেছে ২৪০ টাকা। অথচ বিদ্যা বিকাশ হাইস্কুল তার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। শনিবার একমাত্র 'একদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার খ বর। অবশেষে সেই খবরের জেরে নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নোটিস দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, ভর্তির ফি বাবদ ২৪০ টাকা এবং সরস্বতী পুজোর জন্য ৬০ টাকা অর্থাৎ মোট ৩০০ টাকা বাদে বাকি টাকা

ফেরত দেওয়া হবে। নোটিস মোতাবেক সোমবার অভিভাবকদের হাতে ভর্তিতে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিল নৈহাটির বিদ্যাবিকাশ হাই স্কুল। এদিন স্কুলে এসে অভিভাবিকা কবিতা দাস ও সুশীলা দেবী বলেন, খ বরের জেরে টনক নড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের। ভর্তির ফি বাবদ ২৪০ টাকা ও সরস্বতী পুজো বাবদ ৬০ টাকা কেটে নিয়ে বাকিটা স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ফেরত দিয়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত টাকা ফিরে পেয়ে ভীষণ খ ুশি জুটমিল অধ্যুষিত গৌরীপুর ও গরিফা অঞ্চলের বাসিন্দারা।

এবার অনুপমের পোস্টে ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেডে জনসমুদ্রের ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের মাত্র দু'মাস আগে ব্রিগেড 'লালে লাল।' সোমবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে এ কথা লিখলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। তাঁর এই পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বছর শেষে শাহ-নাড্ডার বঙ্গ সফরের মধ্যেই পদ্মে পদ-হারা হয়েছিলেন অনুপম হাজরা। তার আগে থেকেই রাজ্য বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগে চলেছিলেন তিনি। আর সেই সময়ই জল্পনায় উঠে আসে একটি প্রশ্ন, তাহলে কি তৃণমূলে যোগ দেবেন বিজেপির নেতা? পদ-হারা হওয়ার পর তো সেই জল্পনা বাড়ে। এবার কোন পথে যাবেন তিনি। দলবদলের কথা না বললেও সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক পোস্ট করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন তিনি। এবার অনুপমের পোস্টে ডিওয়াইএফআই এর ব্রিগেডে জনসমুদ্রের ছবি।

সোমবার তিনি একটি পোস্টে লিখলেন, ''না ক্ষমতায় কেন্দ্রে, না ক্ষমতায় রাজ্যে....শেষ কবে ক্ষমতায় ছিল, তাও হয়তো অনেকে ভুলে গেছে...। ...না ছিল প্রধানমন্ত্রীর ছবি না ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, তবুও দেখি প্রচারের চাকচিক্য, তাম-ঝাম ছাড়াই - লোকসভা নির্বাচনের মাত্র দু'মাস আগে ব্রিগেড লালে লাল।''

কেন এমন পোস্ট? স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়েছে জল্পনা। সেই সঙ্গে অনুপমের মন্তব্য, বাংলার মানুষের মন পড়তে পারাটাও জরুরি। বাঙালি মন, বাঙালি সংস্কৃতি কখন যে কাকে চায়, বলা মুশকিল! এভাবে কি রাজ্য বিজেপির উপরতলার নেতাদেরই খোঁচা দিলেন অনুপম? যদিও এই পোস্ট থেকে যে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন জল্পনা তৈরি হতে পারে, তা আশঙ্কা করেই অনুপম মজা করে লিখেছেন, 'আজকের পর থেকে নতুন ভবিষ্যৎবাণী হবে হয়তো - ড অনুপম হাজরা আর কয়েক দিনের মধ্যেই সিপিএম জয়েন করতে চলেছেন..'।

আদালত অবমাননার মামলায় ক্ষমা প্রার্থনা নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত ভোটের সময় আদালত অবমাননা মামলায় ক্ষমা চাইলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হা। প্রসঙ্গত, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরু থেকেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ভোটের পর যখন গুচ্ছ গুচ্ছ মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা একটি মামলায় রাজীব সিন্‌হার বিরুদ্ধে রুল জারি হয়েছিল। ভোট মিটে যাওয়ার ৬ মাস পর এবার নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন রাজীব সিন্‌হা। সোমবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে হলফনামা জমা দেন রাজীব সিন্‌হা। সেখানেই ক্ষমা চাওয়ার কথা রয়েছে। যদিও রাজীব সিন্‌হা ওই হলফনামায় আরও দাবি করেন, আদালতের সব নির্দেশ মেনেই ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

গত বছরের জুলাইতে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন আদালতের নির্দেশ মেনে হয়নি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন বিরোধীরা। হাইকোর্টে শুনানির পর অবশেষে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজীব সিন্‌হার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করে। গত ১৩ অক্টোবর এই রুল জারি হয়। আদালতের নির্দেশ মেনে গত নভেম্বর মাসে রাজীব সিন্‌হা হাইকোর্টে হাজিরা দিয়েছিলেন। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁকে আদালত অবমাননা মামলায় জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার হলফনামায় রাজীব সিন্‌হা উল্লেখ করেন, আদালতের সব নির্দেশ মেনে ভোট প্রক্রিয়া হয়েছে। তারপরও যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। এরপরই সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম রাজীব সিন্‌হার আইনজীবীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'কী আছে হলফনামায়? আদালতের সব নির্দেশ মেনেছি। কিছু ভুল হয়নি। যা হয়েছে অনিচ্ছাকৃত, আদালত অবমাননা হয়নি, এসব লিখেছেন তো?' রাজীব সিন্‌হার নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখবে হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীকে জবাব দিতে হবে। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানি।

সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা ইডির আধিকারিক কি করে সন্দেশখালির তদন্তে গেলেন? প্রশ্ন কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালির ঘটনায় ইডির ৩ আধিকারিকের মধ্যে ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাজকুমার রামের বিরুদ্ধেই এফআইআর রয়েছে সিবিআই-এর, সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। একই সঙ্গে সিবিআই যাঁর নামে এফআইআর করেছে, তাঁকে কী করে তদন্তে পাঠাল সে প্রশ্নও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তোলেন কুণাল।

এরই রেশ ধরে তৃণমূল নেতা কুণাল এও জানান, 'সেদিনে ঘটনায় যে অশান্তি হল তা আদতে বিজেপির প্ররোচনার পরিণাম। একইসঙ্গে এও জানান, আমার চাই না ইডির কেউ আহত হন, আমরা তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। সঙ্গে কটাক্ষের সুরে এও জানান, ইডির যে আধিকারিককে ঘিরে বিজেপির এত কুম্ভিরাশ্রু রাজকুমার রাম, সেই রাজকুমার রামের বিরুদ্ধেই তো সিবিআই তদন্ত চলছে। ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাজকুমার রাম, যিনি নাকি তৃণমূলের কোনও নেতার দুর্নীতি ধরতে সাতসকালে বাড়ি গিয়ে বাঁশ দিয়ে তালা ভাঙছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে রাজকুমার রামের বিরুদ্ধেই সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে।

কুণাল বলেন, 'আইপিসি ১০৯,

১২০বি-এর পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে রাজকুমার রামকে। আর এখ ানেই কুণালের প্রশ্ন, তাহলে তৃণমূলের বাড়িতে রেইড করতে যাচ্ছেন এমন এক ইডির অফিসার যাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছে। কে দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর করেছে? সিবিআই। এটা কী করে সম্ভব? এদিন সেই এফআইআর-এর প্রতিলিপিও সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন কুণাল ঘোষ। তৃণমূল নেতা দাবি করেন, '২০১৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২০ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত নিজের নামে বা নিজের পরিবারের নামে যত সম্পত্তি এই রাজকুমার রাম তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর আয়ের অসঙ্গতি রয়েছে। এটা তো বিচিত্র ওয়াশিং মেশিন।'

এরই পাশাপাশি কুণাল রীতিমতো কটাক্ষ করেন 'সিবিআই-এর এফআইআর-এ নাম থাকা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়েও। প্রশ্ন তোলেন, শুভেন্দুকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না তা নিয়েও। সঙ্গে কুণালের সংযোজন 'আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি, কেন্দ্র আগে জবাব দিক, ইডি আগে জবাব দিক, সিবিআই-এর এফআইএর-এ নাম থাকা একজন অফিসার কী করে তদন্তের কাজে যুক্ত থাকতে পারেন? এটা আগে ইডিকে পরিষ্কার করতে হবে যে এই রাজকুমার রাম কি সেই রাজকুমার রাম, যাঁর নামে সিবিআই তদন্ত করছে। যদি হয়ে থাকে থাকে, তাহলে তিনি কী ভাবে তদন্তের কাজ করছেন?'

মহানগরীতে ফের বাড়ল তাপমাত্রার পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গা ঢাকা দিয়েছে শীত, উধাও হচ্ছে ঠান্ডা। সোমবার কলকাতায় আরও বাড়ল তাপমাত্রার পারদ, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। মকর সংক্রান্তি এগিয়ে এল, তবুও শীতের দেখা নেই। আবারও তাপমাত্রা চড়ল। সোমবার কুয়াশা মাখা সকালেও তাপমাত্রা রইল স্বাভাবিকের উপরেই। কলকাতায় শীত অনুভূত না হলেও, গ্রাম বাংলায় এদিন সকালেও শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। তবে, বেলা বাড়তেই ঠান্ডা উধাও হয়ে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শীত ফিরবে, তাও শিগগিরিই। ১০ জানুয়ারির পর আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। আবারও নতুন করে তাপমাত্রা কমে বাংলায় জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে পারে।

সম্পাদকীয়

সাবলীলতায় সমকালীন জীবনের শৈল্পিক প্রকাশ

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও বৈচিত্র রূপায়ণে রমাপদ চৌধুরী ছিলেন অতুলনীয়। অরণ্যের আদিমতা থেকে শহুরে মধ্যবিত্ত মানস, ও তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন নিপুণ, নির্মম। পাঠক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন 'দরবারী' নামক গল্প লিখে। বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার গুণে পাঠক মহলে জোরালো ছাপ ফেলেছিল তাঁর 'বিবিকরজ', 'রুমাবাঈ' প্রভৃতি গল্প। মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণতা, অন্তঃসারশূন্যতা, স্ববিরোধিতা ও ভ্রান্ত মূল্যবোধের চূড়ান্ত শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে 'উদয়াস্ত', 'মনবন্দী', 'শুধু কেরানী', 'জ্বালাহর', 'ডাইনিং টেব্ ল', 'ড্রেসিং টেবল'-এর মতো নানা গল্পে। আবার সাংসারিক একঘেয়েমির আবর্তে লুকিয়ে থাকা হৃদয়ব্যথার প্রকাশের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে 'ঝিনুকের কৌটো' গল্পটি। কোলিয়ারি ও সাঁওতাল জনবসতির পরিবেশ পটভূমিতে লেখা জীবনের ট্র্যাজিক বিষণ্ণতার মর্মস্পর্শী কাহিনি তাঁর 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পটি, যা এক অদ্ভুত মাদকতায় পাঠকের মন বার বার ছুঁতে চায়। অতীতের মোহময়তা ও কামনার নগ্নতা নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁর 'মাধবিকা' নামক গল্পটি। অন্য দিকে, আবেগধর্মী, কাব্যিক উপস্থাপনায় আজও জ্বলজ্বল করছে তাঁর 'তিতিরকান্নার মাঠ' এবং 'করুণকন্যা' শীর্ষক গল্প দু'টি। বৈচিত্রপিয়াসি রমাপদ চৌধুরী খারিজ, লজ্জা, হৃদয়, বা বাড়ি বদলে যায়-এর পাশাপাশি লিখেছিলেন এখনই, পিকনিক-এর মতো উপন্যাসও। সেখানে যুবক-যুবতীর হতাশা, অস্থিরতা, স্বপ্ন এবং আত্মময়তা নিয়ে মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। এ কালের বিভ্রান্ত যুবমানস মনে করে 'আজকের জীবনে ছোট ছোট সুখ আছে, আনন্দ নেই। দুঃখ আছে, গভীর বিষাদ নেই। আজকের জীবন ট্র্যাজেডিও না, কমেডিও না' (এখনই উপন্যাস)। তাঁর বনপলাশির পদাবলী-র সূত্র ধরে মনে পড়ে ভুবনেশ্বরের এক হোটেলের বহু বিচিত্র চরিত্র নিয়ে লেখা জনপ্রিয় উপন্যাস, এই পৃথিবী পান্থনিবাস-এর কথা। তবে উঁচুতলার প্রতিপত্তি ও ঈর্ষাতুর নীচমনা ডাক্তার সমাজের চক্রব্যূহে বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনি 'অভিমন্যু' রমাপদ চৌধুরীকে আলাদা ভাবে চেনায়। ভাষার সাবলীলতা ও সমকালীন জীবনের শৈল্পিক প্রকাশে রমাপদ চৌধুরীর অনেক রচনাই আজও অত্যন্ত আদরণীয়।

শাশ্বত কথা

মন্দির

মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান- এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক--প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়,তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

মহেন্দ্র কাপুর

১৯৩৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহেন্দ্র কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রহ্মনম জয়শঙ্করের জন্মদিন।*
২০০০ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট হিমা দাসের জন্মদিন।*

বিচারক কেন নিরপেক্ষ হবেন ? তিনি তো মানুষের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিচার সকলের অধিকার হলেও সকলে বিচার চায় না, মানেও না। যে অন্যায় বা অপরাধ করে তার বিচার চাইলেই ক্ষতি, হলেই বিপদ আর মানলেই শাস্তি ভোগ। আর যে অন্যায়-অপরাধের শিকার তার বিচারই একমাত্র ভরসা। সেক্ষেত্রে বিচারের ঐশ্বরিক বিভূতি জগৎজুড়ে। দুষ্টের দমন,শিষ্টের পালনের স্বাবাকমূর্তি ধর্মীয় আধারেও সম্প্রসারিত। সেখানে বিচারকের ঐশ্বরিক অস্তিত্ব নানাভাবে হাতছানি দেয়, রাজার ত্রাতার ভূমিকাও জেগে ওঠে। যার কেউ নেই, তার ভগবান থাকার মতো সুবিচারের আশা জেগে থাকে আজীবন। শুধু তাই নয়, সুবিচারের প্রত্যাশাই বেঁচে থাকার বিশল্যকরণী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বিচারের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস যত সুদৃঢ় হয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতি ততই পরম নির্ভরতা জেগে থাকে। তাতে সুবিচার প্রাপ্তিতে যেমন ধর্মের জয়ধ্বনি বেজে ওঠে, সুবিচার দাতা বিচারককে তেমনই বিধাতার অবতার মনে হয়। আর সেখানেই বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকা শ্রদ্ধার বেদিমূলে যেভাবে প্রত্যাশায় নিবিড়তা লাভ করে, সেভাবেই তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিগত মতামতও বিচারকের নিরপেক্ষতার অভাবে জুড়ে যায়, তাঁর সক্রিয়তাকেও অতি সক্রিয়তায় পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। বিচারের মূল কাণ্ডারি হিসাবে বিচারকের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ্যের ধারণা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। তাঁর নিরপেক্ষতার বিষয়টি যেভাবে সদা সতর্কতায় সক্রিয়তা লাভ করে, তাঁর সক্রিয় উদ্যোগও তেমনই অতি সক্রিয়তা বোধে বিচারের পরিপন্থী মনে হয়।

অন্যদিকে বিচারকের সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে আমাদের গড়ে তোলা ধারণা সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিচারের চেতনা যেভাবে মহত্ত্ব লাভ করেছে, তা আজও প্রবহমান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাহিনী' (১৩০৬) কাব্যের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার মধ্যে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছেন সেই 'শ্রেষ্ঠ বিচারে'র কথা 'প্রভু, দণ্ডিতের সাথে/দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/ সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।' বিচারকের সমানুভূতিতে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারের কথা নানাভাবেই প্রচার লাভ করে। কবিতায় প্রকাশিত সংজ্ঞাটি ভাব সম্প্রসারণ থেকে বিচারকের মাহাত্ম্য বর্ণন সবেতেই ব্যবহার করা হয়। অথচ শুধু শাস্তি প্রদান করাই তো বিচারের লক্ষ্য নয়। আবার তথ্যপ্রমাণ সহযোগে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেও বিচার চলে না, তা সামাজিক দায়বদ্ধতায় সম্পৃক্ত,মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধে বিজড়িত, আধুনিক সভ্যতার উত্তরণেও সমান সক্রিয়। এজন্য তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণের যান্ত্রিকতার পরেও সামাজিক দায় ও মানবিক আবেদন তার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বিচারকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের ছকে শাস্তি ও পুরস্কারে যেমন মেলানো যায় না, তেমনই তার প্রকৃতিতে নিছক সাদা-কালো বা ভালোমন্দের ছকবন্দি ধারণাও চলে না। সেখানে দৃষ্টির চেয়ে অন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ তাঁর সদর্থক সক্রিয়তাও বিপক্ষের কাছে সন্দেহের কারণ মনে হয়, সুবিচারের পরিপন্থী হয়ে ওঠে।

আসলে বিচারের নিরপেক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে বিচারকের নিরপেক্ষতাকে আমরা এক করে দেখি। অথচ ভেবে দেখি না বিচারকও একজন সমাজ সচেতন স্বতন্ত্র মানুষ। তাঁরও নিজস্ব কণ্ঠ রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্তমান। নিজস্ব মূল্যবোধের আলোয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও মতামত প্রকাশের সদিচ্ছা থাকতেই পারে। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিরপেক্ষ ভাবার কারণও যথোপযুক্ত নয়। তিনি তো সৎ-এর পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে। সেক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ জরুরি নয়, সবচেয়ে জরুরি বিচারকে নিরপেক্ষ করা বা রাখা। বিচারের নিরপেক্ষতা দিয়ে বিচারকের পক্ষপাতিত্বকে হেয় করা বা হীন চোখে দেখে তাঁকে আক্রমণ বা অপমান করা সমীচীন নয়। সুবিচারের স্বার্থেই তাঁকে যেমন লক্ষ্যভেদী অর্জুন হতে হয়,তেমনই তাঁর বিচারকে নির্মমতার সঙ্গে নিরপেক্ষ রাখা সমীচীন। তাঁর লক্ষ্য শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার উৎসমূলে পৌঁছানোয় পাখির চোখ করা। সেখানে চোরের চেয়ে চুরিকে জানা আবশ্যক; পাপীর চেয়ে পাপের স্বরূপ বোঝা জরুরি। অন্যায় বা অপরাধের সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে শুধু শাস্তি বিধান করেই তাঁর দায় শেষ হয় না, সেইসঙ্গে যারা তার শিকার তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়াও একান্ত কাম্য। সেক্ষেত্রে বিচারে কালক্ষেপ করা যেমন অনুচিত,তেমনই তা অবিচারের সামিল। কথায় আছে 'Justice delayed is Justice denied'। বিচার ব্যবস্থার এই দীর্ঘসূত্রিতা অভিযুক্ত দোষীর পক্ষে আশীর্বাদ মনে হয়, বিচারপ্রার্থীর কাছে অভিশাপ হয়ে ওঠে। একইভাবে বিচারকের লক্ষ্যভেদী তৎপরতা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়,সন্দেহ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে বিচারকের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসলে অভিযুক্ত পক্ষ তাদের অস্বচ্ছতাকে আড়াল করতে চায়, ধরা পরার ভয়ে বিচারককেই পক্ষপাতদুষ্ট বলে কলঙ্ক রটায়।

সেদিক থেকে বিচারকের নিরপেক্ষতার চেয়েও জরুরি তাঁর সৎসাহসের। কেননা বিচারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তাঁর কর্তব্য। সেখানে নিরপেক্ষতার অপর নাম নির্মমতা যা সুবিচারের লক্ষ্যে একান্ত আবশ্যিক। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারের গড়ে তোলা ধারণাই আবার অব্যবহিত পরিসরে গান্ধারীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। পাপী দুর্যোধনকে ক্ষমা না করে ত্যাগ করার কথায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি/ নির্বিচারে, মহারাজ, তব নিরবধি/ যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে, / ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে, / ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে —/ ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে / পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে।' এই 'নির্মমতা' যেমন বিচারের নিরপেক্ষতার অভাবে নেমে আসে,তেমনই তার ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেখানে ক্ষমতাশালী অভিযুক্তের বিপক্ষে বিচারকের সৎসাহসের পরিচয়ই তাঁর নিরপেক্ষ বিচারের সহায়ক হতে পারে। তাঁর সুবিচারের আদর্শেই পক্ষপাতহীন নির্মম প্রকৃতিই দোষীর উৎসমূলকে চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত শাস্তি থেকে নিরপরাধীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সেখানে সৎসাহসের অভাবে নিরপেক্ষতার সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, নিরপক্ষেতার অভাবে পক্ষপাতদুষ্ট সন্দেহ নিবিড়তা লাভ করে। অন্যদিকে দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার অধিক গুরুত্বে নির্মম নিরপেক্ষতার বিষয়টি গুরুত্ব হারায়। আসলে বিচারের লক্ষ্যে দোষীর শাস্তি নয়, দোষের সংস্কার ও সংশোধন। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারের কথায় দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার সম্পর্ক নিয়ে যেভাবে বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব উঠে আসে,তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা জরুরি। বিচার দোষীর প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে না, দোষের প্রতিরোধ থেকে প্রতিবাদই তার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বিচারের নিরপেক্ষতা একান্ত জরুরি। তার সঙ্গে বিচারককে নিরপেক্ষতার কৃত্রিম ছদ্মবেশে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যথোচিত নয়। তাঁর সদর্থক সক্রিয়তাই বিচারকে গতি দান করে, সুবিচারের পথকে মসৃণ করে তোলে। বিচারকও যে সমাজের কল্যাণকামী মানবাত্মার দোসর হতে পারে, তা আমরা আজও ভেবে উঠতে পারি না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তিনি শাসক নন, প্রশাসক নন, অনুশাসকও নন, একান্তভাবেই দেশের সংবিধানের রক্ষক, মানুষের পরমনির্ভর ন্যায়ধর্মের ত্রাতা। এজন্য শাসক-প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রনেতার শ্রীবৃদ্ধি যত পেয়েছে, ততই বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমজনতার আস্থা বেড়েছে। আবার জনমানসে বিচার ব্যবস্থায় আস্থা যত বেড়েছে, বিচারের প্রতি সরকার বা দলের আশঙ্কা তত সক্রিয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিচারকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবে শাসকদলের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বরং তাতে জনমানসে বিচারকের প্রভাব একটুও কমে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলোয় তা বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে। কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রশ্ন' (পৌষ, ১৩৩৮) কবিতায় যুগে যুগে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'র বিপরীতে বিচারকের ভূমিকাই যে আমজনতার চরম আশ্রয়, পরম নির্ভরতা!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির বিকাশে সারদা

তন্ময় কবিরাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সাঁওতালি ভাষায় এক জাগরণ শুরু হয়। যার পিছনে যেসব মহারথীরা ছিলেন তাঁরা হলেন পাউল জুজর সরেন, পণ্ডিত রঘুনাথ মূরমু, রামচাঁদ মুরমু। রামচাঁদ মূরমুর শিষ্য বলা যেতে পারে সারদা প্রসাদ কিসকুকে। জন্ম মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মত পুরুলিয়া জেলায়, গ্রাম দারিকডোবা। সাঁওতালি ভাষা সাহিত্যের জনক যদি রঘুনাথ মুর্মু হোন, তবে তার প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন সারদা প্রসাদ।গান, কবিতা গল্প প্রবন্ধের পাশাপাশি কৌম সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। জাদুবিদ্যার মিথ্যা ধারণার আড়ালে সত্যকে সামনে এনেছেন তিনি। দুঃখের বিষয়, সাঁওতালি ভাষা বা সাহিত্যে তেমন ইতিবাচক সুখকর ইতিহাস নেই। আলবেরুনি আক্ষেপ করেছিলেন, হিন্দুরা ইতিহাস রচনায় উদাসীন। ঐতিহাসিক ফ্লিটও সে মন্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন। প্রথম সাঁওতালি ভাষার পত্রিকা হর হোপনরেন পেরা প্রকাশিত হয় ১৮৯৩সালে, ১৮৯৫ সালে মাঝি রামদাস টুডুর হাত ধরে প্রকাশিত হয় খেরওয়াল বংসা ধরম পুঁথি। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের ৩৭কোটি আদিবাসীর দুই তৃতীয়াংশ বাস করে এশিয়ায়। রঘুনাথ মুর্মু অলচিকি লিপি আবিষ্কার করলে সাঁওতাল ভাষার এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সারদা প্রসাদ কিসকু মনে করতেন, নিজের ভাষাই শিক্ষার বাহন তাই তাকেই বহন করা উচিত। তিনি ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বরাবর।তিনি তাঁর লেখায় লাহা হর রে (এগিয়ে চলার গান) শেখাতে চেয়েছেন তাঁর সমাজ ও প্রজন্মকে। সমালোচকরা বলেন, সারদা প্রসাদের লেখায় তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে — রহস্যভাবনা, কল্পনা, আর অন্তমুখীতা। তাঁর লেখা সাক্ষী থেকেছে সমাজ জীবনের দলিল হিসেবে যেখানে প্রকৃতি, জনজীবন আর চলমান সব পরিস্থিতি মিশে একাকার হয়ে গেছে।১৯২৩সালে তিনি তৈরী করেছিলেন সাঁওতালি ভাষার এক স্বতন্ত্র লিপি মৌজ দাঁদের আঁক। নিজ ভাষায় সারদা প্রসাদ অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। রামমোহন রায়ের মত নিজ সমাজে চেতনার আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন, মানুষকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন আবেগে স্বাদ। তাঁর চিন্তার পরিবর্তনে লুকিয়ে ছিল আধুনিকতার সোপান। তিনি লিখেছিলেন, আগুনে পুড়ে না, জলেও ডোবে না, শিক্ষা এমনই সম্পদ। শিক্ষা যে বড়ো সম্পদ বা শিক্ষা ছাড়া যে বিকাশ সম্ভব নয় একজন শিক্ষক হিসাবে সারদা প্রসাদ ভালো ভাবেই জানতেন সে কথা। জামতরিয়া সেনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। পাশাপাশি হিন্দি ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করেন বান্দয়ান থেকে। রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির কাছ থেকে পান আদর্শ শিক্ষকের সম্মান।তবে, নরসিংহ হেমব্রমের নাহার সেরেঞ পুঁথি ও রামচাঁদ মুর্মুর সারিধরম সেরেঞ পুঁথি সারদা প্রসাদকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। কবি অশোক সিংহ যে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন, 'এখন আমরা কোথায় দেখা করবো ফুলমণি/কোন জঙ্গলে কোন পাহাড়ে/দুজনের দেখা হবে', তেমনি সারদা প্রসাদের লেখাতেও মায়াবী পুরুলিয়ার বাহারি সৌন্দর্যের ফাল্গুনী সময়কে তিনি উজার করে দিয়েছেন, 'পাহাড়ি ঝর্ণা, তুমি ঝরঝর ঝরছ।' তাঁর কবিতার সমান্তরালে হেঁটে যায় কবি লক্ষ্মণ কিসকুর কবিতা। কবি লক্ষ্মণ কিসকুর আরা সাকাম বাহার ভাবনায় লুকিয়ে রয়েছে সারদা প্রসাদ। তাই তিনি বলেন, ওরে ভাই, কেন তুমি ঘুমিয়ে আছো?ক্ষ্মকবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার চিরন্তন মানবিক প্রশ্নের মত সারদা প্রসাদ যেন তাঁর সমাজকে দাঁড় করান প্রতিবাদের সামনে। সাঁওতাল বিদ্রোহের মত নিজ অধিকার ফিরে পাবার জন্য, চেতনার জাগরণের জন্য সংঘবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন তিনি। নাট্যকার অরওয়েলের সমাজ মেটাফোরে সারদা প্রসাদ পলাতক নন। তাই বিপ্লব হাঁসদার কবিতার প্রতিবাদের আগুন ঝরে পড়ে সারদা প্রসাদের শব্দেও। কবি বিপ্লব হাঁসদা লিখেছিলেন, ক্ষ্মপরিবারকে বাঁচানোর স্বপ্ন/সমাজ বাঁচানোর স্বপ্ন।ক্ষ্মমহাশ্বেতা দেবী সারদা প্রসাদের প্রতিভার কথা স্বীকার করে আক্ষেপ করে করেছিলেন কারন তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি।তিনি সারদা প্রসাদ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'মানুষ ছিলেন তিনি, আমরা পিগমীয়।'

কবি বাসুদেব হাঁসদা লিখেছিলেন, 'গরম বালির ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে/আমি দুটি ঠোঁট ফাঁক করে ফুঁ দিয়ে যাই/আহা, পৃথিবী শীতল হোক।' গরম বালি আক্ষরিক অর্থেই রূপক। সে নিরক্ষর। নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের মত বাইরে থেকে জ্ঞানের আলো তাকে সাক্ষর করে তুলবে। নিজেকে আবিষ্কার করতে না পারলে দেশ অজানা থেকে যাবে। নিজের ভালোবাসাতেই রয়েছে স্বদেশের চেতনা। সারদা প্রসাদ চেতনা বিকাশে সেই কাজটাই করেছেন সযত্নে। তিনি বুঝেছিলেন, সম্পদকে ব্যবহার করতে হয়। সম্পদ তো মানবসম্পদ। তাকে জাগাতে পারলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতেই বন্দী জাতির মুক্তি ঘটবে। তিনি স্বজাতির সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখতেন।তাই সারদা প্রসাদ নিজ প্রচেষ্টায় সমাজ সংস্কারকের কাজ করেছেন। তাঁর বঙ্গে সোরে কবিতায় সারদা প্রসাদ নিজেদের সংস্কৃতির মৌলিক দিকটাই তুলে ধরেছেন। এ যেন লোক সাহিত্যের ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য যে, মানুষ হিসাবে তিনি নিরব, কাজে বিশ্বাসী। নিজের কথা বলতে ভালোবাসতেন না, ছিল নিজের উপর বিশ্বাস। তাই তথাকথিত সভ্যতার আড়ালে বিজ্ঞাপনহীন ভাবে নিজে জাতি বিকাশে লড়াই করে গেছেন। ভালো গান গাইতে পারতেন, জানতেন ভালো বাঁশি বাজাতে। তাঁর প্রচেষ্টা না থাকলে সাঁওতালি সাহিত্যের এতো বিকাশ হতো না। কবি বাসুদেব হাঁসদা লিখেছিলেন, 'তোমার ভালোবাসা যদি হটাৎ খসে পড়ত/আমাদের বাড়ির উঠান আঙিনায়।' দেশের প্রতি ভালবাসায় সারদা প্রসাদ লিখেছিলেন, 'এসো হাসির গানে দুলি আনন্দে ভাই সেলাম ভারতবর্ষ।' নস্টালজিক নোটে জসীমউদ্দীনের পল্লীবাংলার একান্নবর্তি পরিবারই তো দেশের কান্ডারী। একথাই সারদা প্রসাদের কবিতার সারাংশ।

সারদা প্রসাদ ছিলেন কথা সাহিত্যিক। কবিতার রেটরিকে শুধু মগ্ন না থেকে ডুবে গেছেন গদ্যের জগতেও। তাঁর সলোম লোটম (তালগোল) সেই ভাবেরই প্রতিফলন। শিশুদের জন্য লিখেছেন গিদরা রাউলি। এছাড়াও তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে ভুরকা ইপিল (শুকতারা), গান গোঁদার (মধুর বানি), জুরাসি অনল মালা (মনোরম প্রবন্ধ)। তাঁরই সমসাময়িক ছিলেন লেখক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে যিনি গালমারাও পত্রিকার সম্পাদক। ধীরেন্দ্রনাথ সারদা প্রসাদের মতই ভাষা ও সমাজ জীবনের পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের ভেনটা কথা ও হরমহল রেয়া অরি উল্লেখযোগ্য যা সমাজ জীবনের রীতিনীতির উপর লেখা বই।১৯৫২, সালে পাহাড়িয়া সেবা মণ্ডলের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা হয় যাতে সারদা প্রসাদকে প্রশংসা করা হয়েছে। সারদা প্রসাদের প্রথম কবিতার বই ভুরকা ইপিল। দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হয় ১৯৬০সালে কুহুবাউ। তাঁর লেখায় তিনি দুটো ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন - ততকো মলং আর পাতা সৌরহাই। সাহিত্যে তাঁকে নিয়ে অনেক চর্চা হলেও তিনি কিন্তু অবহেলিত। জাতির অগ্রগতিতে তাঁর শিক্ষা হয়ে উঠেছিল অস্ত্র। তাই সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সারদা প্রসাদকে প্রথম সাঁওতালি ভাষায় কবি বলেছেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইডি অভিযান করলে, সারা দেশে জনবিস্ফোরণের দাবি শোভনদেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: ‘বাংলার একটা জায়গায় জন বিস্ফোরণ হয়েছে, এরপর সারা দেশে এই জন বিস্ফোরণ হবে।’ ইডি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের ওপর হামলার অভিযোগ নিয়ে এমনই দাবি করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় ইডি কর্মকর্তাদের। ইডি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে শেখ শাহজাহান ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তাতে বেশ কয়েকজন ইডির কর্মকর্তা আহত হন। সেই প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী

বলেন, ‘যে ভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিদের দিয়ে, তাতে মানুষের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে যাচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিহংসা চরিতার্থ করার জন্য ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্সকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে সারাদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ। ফলে এখন বাংলার একটা জায়গায় জন বিস্ফোরণ হয়েছে, এরপর সারা দেশে এই জন বিস্ফোরণ হবে।’

শেখ শাহজাহান কোথায়, তা নিয়ে প্রশ্ন করতেই শোভনদেববাবু বলেন ‘শেখ শাহজাহান নেই তো কি হয়েছে, তাঁর দাদু আছেন। আদানি, আম্বানি আছেন। আজকে ক্যাগ রিপোর্ট বলছে মোদি সরকারের আমলে কেন্দ্রে ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। শাহজাহান কে? শাহজাহান ধোপে টেকে না। এসব কথা জিজ্ঞেসা করবেন না। বরং জিজ্ঞাসা করুন কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকার দুর্নীতি করেছে?’ কৃষিমন্ত্রীর অভিমত, ‘আইন আইনের মতো চলবে।’

যে রাজ্যে বিজেপি আছে সেখানে হাজার দুর্নীতি হলেও, ইডি বা অন্য কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সি যায় না। দুর্নীতিগ্রস্থ নেতারা বিজেপিতে যোগ দিলেই তাঁরা শুদ্ধ হয়ে যান। তাঁদের পেছনে আর কেন্দ্রীয় এজেন্সি থাকে না। যে সব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই, সেখানে ইডি যাচ্ছে, আর যেখানে বিজেপি সরকারি আছে, সেখানে ইডি দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছে না। সোমবার কোর কমিটি বৈঠক শেষে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এভাবেই বিজেপি ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘ওদের (বিজেপির) সিবিআই আছে, ইনকাম ট্যাক্স আছে। তেমন আমাদের তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আমাদের এই লড়াইটা চলতেই থাকবে। ওদের গণসংগঠন নেই, ওদের কেবলমাত্র গণতন্ত্র হত্যা করার জন্য এজেন্সি আছে। আমাদের এই গণতান্ত্রিক সংগঠন দিয়ে আগামী দিনে বিজেপিকে মোকাবিলা করা হবে।’

ফের বাস ধর্মঘটের জেরে নাকাল যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ফের বাস ধর্মঘটের জেরে নাকাল যাত্রীরা। সোমবার সকাল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের। বেসরকারি বাস না মেলায় অগত্যা সরকারি বাসেই এক প্রকার ঝুলতে ঝুলতে গন্তব্যে পৌঁছন যাত্রীরা। তবে এবার বর্ধমান শহরে বাস ধর্মঘটের জেরে আসানসোল থেকে বর্ধমান যাওয়ার বেসরকারি বাস বর্ধমানে ঢুকতে না পেরে বিকেল নাগাদ পানাগড়ে ফিরে এসে রাস্তার বিভিন্ন প্রান্তে বাস দাঁড় করিয়ে দেন চালকরা।

চালকরা দাবি করেন, মালিকরা জানিয়েছেন বাস চলবে না, তাই তাঁরাও বাস দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ করে কোনও আগাম নোটিস না দিয়ে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় সকাল থেকেই যাত্রীদের হয়রানির স্বীকার হতে হয়। কী কারণে হঠাৎ করে এই ধর্মঘট তা সঠিক ভাবে কেউ জানাতে পারেননি। বাসের চালক উত্তম মণ্ডলের দাবি, রবিবারই বর্ধমান বাস স্ট্যান্ডে তাঁদের বাস না নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছিল। তাই সকালে বর্ধমান বাস স্ট্যান্ডে ঢুকতে না পেরে অগত্যা পানাগড়ের রণডিহা মোড়ে বাস নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বাস কর্মীদের সুরক্ষার দাবি নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে পরিবহণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের লাগু করা নতুন নিয়মের জেরে বাস মালিকরা ধর্মঘট ডেকেছিলেন। যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ফের আগাম নোটিস না দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার আগামী কয়েকদিন ফের যাত্রীদের হয়রানির স্বীকার হতে হবে।

অন্যদিকে সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনই বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়তে হয় নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীদের। সোমবার সকাল থেকেই বর্ধমানের আলিশা বাসস্ট্যান্ডে দেখা যায় সারি দিয়ে বিভিন্ন রুটের বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কয়েকদিন আগেও এভাবেই বাস বন্ধ হয়েছিল। এদিন সকালে বর্ধমানের বাসস্ট্যান্ডে এসে নাকাল হয়েছেন যাত্রীরা। তাঁদের বক্তব্য, কোনও ঘোষণা না থাকায় তাঁরা এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা

করেও বাস পাননি। বাধ্য হয়ে বেশি টাকা দিয়ে অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়।

বাসমালিক বাবলু শর্মার দাবি, তাঁরাও ঠিক জানেন না কেন হঠাৎই বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সকালে এসেছেন। পরিষেবা দিতে চান। কিন্তু বাসের শ্রমিকরা অনড়। বাসের চালক, কন্ডাক্টর বা খালাসি কেউ কাজ করছেন না। ফলে বাসও চলছে না। দেখা গিয়েছে, বর্ধমান থেকে আরামবাগ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, জামালপুর সহ বিভিন্ন রুটের কোনও বাসই চলছে না। রায়না, খণ্ডঘোষ সহ দক্ষিণ দামোদরের সব বাস এখান থেকেই ছাড়ে। সেগুলিও বন্ধ রয়েছে।

জানা গিয়েছে, নতুন কেন্দ্রীয় পরিবহণ আইনের বিরোধিতায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাসকর্মীরা। তবে বিরক্ত নিত্যযাত্রীদের প্রশ্ন, বাসকর্মীরা অবশ্যই তাঁদের দাবির সমর্থনে আন্দোলন করতে পারে। সেক্ষেত্রে এভাবে কিছু না বলে হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে যাত্রীদের বিপদে ফেলার কোনও অর্থ হয় না।

প্রয়াত নকশাল নেতা গণেশ পালের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সোমবার কেন্দ্রাতে পালিত হল প্রয়াত নকশাল নেতা গণেশ পালের স্মরণসভা। এদিন দুপুরবেলায় প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতি নিয়ে কেন্দ্রা গ্রাম থেকে হাটতলা পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল শেষে হাটতলাতে হয় স্মরণ সভা। উপস্থিত ছিলেন নকশাল নেতা শৈলেন ভট্টাচার্য (ক্যাপ্টেন দা), শৈলেন মিশ্র, অলোক মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা। উল্লেখ্য, গণেশ পাল ছিলেন নকশাল পন্থী সংগঠন পিসিসি সিপিআই এমএলর নেতা। ২০০৩ সালের ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রা গ্রামের হাটতলাতে দলীয় কার্যালয়ের বাইরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। দলের পক্ষ থেকে নেতাকে খুন করার মামলা করা হয়। মামলাটি বর্তমানে রয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারাধীন অবস্থায়।

আন্ডারপাসের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আন্ডারপাসের দাবিতে বর্ধমানে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। সোমবার আন্ডারপাসের দাবিতে জাতীয় সড়কের মিরছোবার কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। স্থানীয়দের দাবি, তাঁদের এলাকায় আন্ডারপাস না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। আন্ডারপাসের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই আন্ডার পাসের দাবি নিয়ে তাঁরা বাধ্য হয়েই জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ শুরু হয় এই অবরোধ। অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশ এই বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
(রুল-৮(১) দেখুন)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার** স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১১.০৮.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা -মেসার্স এ বি ইলেক্ট্রোভিশন; শ্রী অসীম বিশ্বাস (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতি স্বপ্না বিশ্বাস (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** কে **৭১,২০,৭৮৬.৮৬ টাকা (একাত্তর লাখ কুড়ি হাজার সাতশ ছিয়াশি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী হিসেবকৃত সুদ সহ উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সাপেক্ষে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৫ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.** এর নিকট বকেয়া **৭১,২০,৭৮৬.৮৬ টাকা (একাত্তর লাখ কুড়ি হাজার সাতশ ছিয়াশি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে নথিতথ্য মতে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তি ১ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৩ বর্গ ফুট তদস্থিত দোতলা নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- মানকুন্ডু, নতুন দাগ নং ২৩৪৫ (পুরানো দাগ নং ২৩৪০), খতিয়ান নং ১০০, জেএল নং ০৯, হোল্ডিং নং ১৮৭, পালপাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ১০২, এস টি ইউনিট ক্লাবের নিকট, পো : মানকুন্ডু, থানা : ভদ্রেশ্বর, পিন- ৭১২১৩৯, ভদ্রেশ্বর পুরসভা, জেলা: হুগলি, শ্রী অসীম বিশ্বাসের নামে সম্পত্তি।

সম্পত্তি ২ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৬ ছটাক ২৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- মানকুন্ডু, নতুন দাগ নং ২৩৪৬ (পুরানো দাগ নং ২৩৩৯), খতিয়ান নং ৯৮১, জেএল নং ০৯, হোল্ডিং নং ১৮৭, পালপাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ১০২, এস টি ইউনিট ক্লাবের নিকট, পো : মানকুন্ডু, থানা : ভদ্রেশ্বর, পিন : ৭১২১৩৯, ভদ্রেশ্বর পুরসভা, জেলা : হুগলি, **শ্রীমতি স্বপ্না বিশ্বাসের** নামে সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ০৫.০১.২০২৪
স্থান : ভদ্রেশ্বর, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি

MADHABDIP EDUCATION SOCIETY

Remuneration - Rs. 20,000.00 P.M (Consolidated)
MADHABDIP EDUCATION SOCIETY HIRING FOR VOCATIONAL TRAINERS IN GOVT. SCHOOLS UNDER CSS-VSE OF WEST BENGAL Requires professionally qualified Vocational Trainers on Contractual basis/Purely on temporary basis in Govt. schools under CSS-VSE of West Bengal to implement CSS-VSE. Candidates must be domicile of West Bengal.

Sector	No of Vacancy	Trainer Qualification (s)
FOOD PROCESSING	40	B.Sc/B.Tech/BE in Food Technology or Food Engineering from a recognized Institute /University, with at least 1 year work/teaching experience **Or** Graduation (3 year and 4 year degree) in Food Science & Nutrition/ Food Technology/ Hotel Management/ Home Science/ from a Recognized Institute /University, with at least 2 years work experience in hospitality/ Hotel management/ Bakery lab **Or** 3year diploma in Hotel Management and Catering Technology from recognized (AICTE) approved University, Colleges, or Institute with 2 year experience from reputed bakery brand. **Or** 1 year Diploma in culinary arts from reputed culinary Institute in India or abroad. **Or** 1 year craft course with 4 year working experience in bakery company

**** This is a Purely private job. If you are selected for this job, then you will be an employee of Madhabdip Education Society.**
Age: 18-40 years (As on 31st December, 2023). Age relaxation to be provided as per State Govt. Rules. Interested candidates may apply through **E-Mail ID :- madhabdip.vocational@gmail.com**
With their Bio-Data, all Educational qualifications and Aadhar Card within 14-01-2024 Short listed candidates will be intimated through E-Mail, SMS or Whatsapp. For more information contact: **7044119866**

SKIPPER Limited

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮৯ ২৩২৭/৫৭৩১/৫৭৩২, ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রীমতি অপু সিং (কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
ইমেল আইডি : anu.singh@skipperlimited.com; ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

নথিভুক্তির তারিখের নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪২ অধীনে এবং পরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের রাইট ইস্যু কমিটির অনুমোদন বিষয়ে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট নথিভুক্তির তারিখ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের নাম শুক্রবার ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রাইটস ইস্যু অনুযায়ী-রাইটস ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদনের উপযুক্ততা নির্ধারণ।

স্কিপার লিমিটেড এর পক্ষে
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

তারিখ : ০৮/০১/২০২৪
স্থান : কলকাতা

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
সি.পি. (সিএএ) নং ২০৯/কেবি/২০২৩
সংযুক্ত
সি.এ. (সিএএ) নং ৮৮/কেবি/২০২৩
এবং
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৬ সালের কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেশ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলসের রুল ১৬(১) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
হাইলাইফ কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U51101WB2010PTC150988)**, রেজিস্টার্ড অফিস পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ১, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০২, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন বিষয় সম্পর্কিত
.... আবেদনকারী কোম্পানি নং ১
এবং
জটাধারী কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U51101WB2010PTC150987)**, রেজিস্টার্ড অফিস পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ১, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০২, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন বিষয় সম্পর্কিত
.... আবেদনকারী কোম্পানি নং ২
এবং
মমতাময়ী মার্কেন্টাইল লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U51909WB2014PLC201081)**, রেজিস্টার্ড অফিস পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ১, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০২, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন বিষয় সম্পর্কিত
.... আবেদনকারী কোম্পানি নং ৩
এবং
পালানহার কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U45400WB2013PTC192412)**, রেজিস্টার্ড অফিস পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ১, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০২, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন বিষয় সম্পর্কিত
.... আবেদনকারী কোম্পানি নং ৪
এবং
মণিমুদ্রা মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U51101WB2010PTC151067)**, রেজিস্টার্ড অফিস পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ১, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫০২, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন বিষয় সম্পর্কিত
.... আবেদনকারী কোম্পানি নং ৫

আবেদন নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস (“রুলস”) অধীনে **হাইলাইফ কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ১/ আবেদনকারী নং ১), **জটাধারী কমোডিল প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ২/ আবেদনকারী নং ২) **মমতাময়ী মার্কেন্টাইল লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ৩/ আবেদনকারী নং ৩) **পালানহার কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ৪/আবেদনকারী নং ৪) এবং **মণিমুদ্রা মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** (অধিগ্রহণকারী কোম্পানি/ আবেদনকারী নং ৫) এর এক সম্মিলিত সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উল্লিখিত আবেদনকারীগণ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে আবেদন দাখিল করেছে এবং মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে।
যেকোনও ব্যক্তি উক্ত আবেদনের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে **ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ, ৫ এসপ্লানেড রো (পশ্চিম) বি.বি.ডি বাগ, কলকাতা - ৭০০০০১ পশ্চিমবঙ্গ** সমীপে এবং আবেদনকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের নিকট তাদের উদ্দেশ্য সম্বলিত নোটিশ নিজ বা তাদের আইনজীবী দ্বারা স্বাক্ষরিত নাম এবং ঠিকানা সহ আবেদনকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের নিকট শুনানির তারিখে অন্যূন **২ (দুই) কাজের দিন পূর্বে** পাঠাতে হবে, বিরোধিতা করতে চাইলে বিরোধিতার কারণ অথবা হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে নোটিশের একটি কপি পাঠাতে পারেন।
আবেদনের কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নির্ধারিত শুল্ক আদায় দিয়ে যেকোনও ব্যক্তি সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ ৯ জানুয়ারি ২০২৪

স্বা/-
কোশল আগরওয়াল
(আবেদনকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি)
২৩, গঙ্গাধর বাবু লেন,
৪র্থ তল, রুম নং ৩ ই
কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Dum Dum Municipality
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata -700028
Memo No.: 1176/DDM/GEN Date: 08.01.2024
Applications are invited from the eligible women candidates (married/divorced/widow) who must be a resident of this municipality for filling up of the vacant posts of Honorary Health Worker under Dum Dum Municipality. Interested candidates can apply within **30.01.2024**.
For details visit Dum Dum Municipality Website **(www.dumdummunicipality.co.in)** / Office Notice Board.
Sd/- Member Convenor
Selection Committee for HHW Dum Dum Municipality

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (০১৩৫৯)
এসবিআই রামরাজাতলা শাখা
রাম চরণ শীট রোড, রামরাজাতলা,
হাওড়া: ৭১১১০৪, ই-মেল: sbi.01359@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রামরাজাতলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : নীলা সেন, অর্ণব দে এবং তাপস আঢ্য

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৬.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৭.০০০ গ্রাম নিট ওজন ৬.২০০ গ্রাম	১৮টি শঙ্খ পাত এবং ফুল
২.	১৬.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ২.০০০ গ্রাম নিট ওজন ১.৫০০ গ্রাম	৫টি লকেট
৩.	১৬.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১৯.১৪০ গ্রাম নিট ওজন ১৭.৫০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
৪.	১৬.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৫.৮৯০ গ্রাম নিট ওজন ৫.০০০ গ্রাম	১টি ঝুমকাপাসা
৫.	১৯.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ২০.৩৭০ গ্রাম নিট ওজন ১৮.০০০ গ্রাম	২টি চুড়ি
৬.	১৯.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৬.৯৩০ গ্রাম নিট ওজন ৬.০০০ গ্রাম	১টি চেন এবং লকেট
৭.	১৯.০১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	মোট ওজন ৬০.৩০০ গ্রাম নিট ওজন ৫৪.০০০ গ্রাম	২টি মানতাসা

তারিখ: ০৯/০১/২০২৪
স্থান: হাওড়া, রামরাজাতলা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস : কলকাতা, ৩ এন.এস. রোড, ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : legal_cal@mahabank.co.in, dzmkolkata@mahabank.co.in
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৮
[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোন, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে ০৯.১২.২০২২ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী ভিকি সিং আহুজা এবং শ্রীমতি নবপ্রীত কাউর মুলে** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৭০,৬৮১ টাকা (কুড়ি লাখ সত্তর হাজার ছশো একাশি টাকা) টাকা দাবি নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। রেজিস্টার্ড এডি পোস্টে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৬.০১.২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র,** নিকট উপরি উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রতীকী দখল নিম্নোক্তমতে :-
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১ পরিমাণ আনুমানিক ১০১৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), ২য়তল, এবং দুটি চারচক্র যান পার্কিং স্পেস ঢাকা পার্কিং এরিয়ায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট এভং একটি খোলা জায়গায় পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট বেসমেন্ট তলে সংশ্লিষ্ট “ চৈতন্য নিবাস” ভবনে অবস্থিত মৌজা- আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ২৩৬, এলআর প্লট নং ৩৭০, এলআর খতিয়ান নং ৫০৩৯ এবং এলওপি নং ২০৪, ওয়ার্ড নং ১৮ এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৮৬, আসানসোল পুরসভা কর্পোরেশন নং ১, মহীশিলা কলোনি, মিলন সমিতি ক্লাব, আসানসোল পশ্চিম বর্ধমানের নিকট পিন - ৭১৩৩০১, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :- উত্তরে :** পঙ্কজ ঘোষের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ২৯ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** উদয়ন মুখার্জির সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** আমুল রায় এর সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৯.০১.২০২৪, স্থান : কলকাতা
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **২৫,৭৯,১৮৮.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ উনআশি হাজার একশো অষ্টআশি টাকা মাত্র) **০৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ০৭.০১.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা - **শ্রী রূপম পাল, পিতা- শ্রী বিন্দেশ্বরী পাল,** ৩৯বি, ১ নং মহিশীলা কলোনি, দক্ষিণ পাড়া, আসানসোল- ৭১৩৩০৩, জামিনদারগণ- **১. শ্রী বিন্দেশ্বরী পাল, ২. শ্রীমতী সুস্মিতা পাল**, স্বামী- শ্রী রূপম পাল, উভয়েরই ঠিকানা- ৩৯বি, ১ নং মহিশীলা কলোনি, দক্ষিণ পাড়া, আসানসোল- ৭১৩৩০৩ - এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৪.০১.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) জামিনদার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ) খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. শ্রী রূপম পাল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) পিতা- শ্রী বিন্দেশ্বরী পাল, ৩৯ বি, ১ নং মহিশীলা কলোনি, দক্ষিণ পাড়া, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। জামিনদারগণ: ১. শ্রী বিন্দেশ্বরী পাল ২. শ্রীমতি সুস্মিতা পাল, স্বামী- শ্রী রূপম পাল, উভয়েরই ঠিকানা: ৩৯ বি, ১ নং মহিশীলা কলোনি, দক্ষিণ পাড়া, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা	মৌজা- মাজিয়ারা, বারাবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১০০২, ২৬৫২, ৭১৪ এবং ১৯৩৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৬৫ এ অবস্থিত আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, প্লট এর এলাকা-৩ কাঠা ০৯ ছটাক, বিক্রয় নম্বর দলিল নং আই-১০২৯ তারিখ- ১৬.০২.২০১৫। নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর -১২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব - ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম - খালি জমি।	২৫,৭৯,১৮৮.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ উনাআশি হাজার একশো অষ্টআশি টাকা মাত্র) ০৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি ০৭.০১.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ১৯,০০,০০০.০০ (*) (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ১,৯০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50468155542 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

আরও বিশদ এবং শর্তাবলির জন্য, যোগাযোগ :অ্যাপকার গার্ডেন শাখা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১১.০১.২০২৪ থেকে ১২.০১.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৪.০১.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com/ auction/home/ibapi)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর “১৮০০১০২৫০২৬” এবং “০১১-৪১১০৬১৩১” -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৬.০১.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

যুনিয়ন বৈংক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬
ফোন - ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম নোটিশ

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে দায়বদ্ধ এবং বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নির্ধারিত ঋণদাতার সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত/প্রতীকী দখলীকৃত **২৫.০১.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত** বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে’ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির অধীনে বিস্তারিত মতে। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী এবং বর্ধিত মূল্য ১০,০০০ টাকা সকল সম্পত্তির ক্ষেত্রে। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি, জানতে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** দেখুন।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৫.০১.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ২৪.০১.২০২৪ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, শাখার নাম, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) নিলামের তারিখ এবং সময় - ২৫.০১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা দর/ইএমডি জমার শেষ তারিখ - ২৪.০১.২০২৪	২০.০৮.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া। (অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ)	ক) দায়বদ্ধতা খ) দখলের ধরন
১.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী পবন রামচন্দ্র প্রসাদ শাখা-কাঁকসা সম্পত্তি : - সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি অবস্থিত রেলপার, সারদাপল্লি, খতিয়ান নং ৫৮৫৫, ৫৮৫১, পানাগড়- ৭১৩১৪৮, থানা- কাঁকসা, মৌজা- কাঁকসা, পশ্চিমবঙ্গ, আরএস এবং এলআর প্লট নং : ২৮২৫, স্বত্বাধিকারী রামচন্দ্র প্রসাদ পরিমাণ ১ কাঠা, ৯ ছটাক, ১৪ ১/২ বা ২.৬০ ডেসিমেল। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট সড়ক, দক্ষিণে : দত্ত বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : সাবিত্রী দেবীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : বাল্মিকী সিং এর সম্পত্তি এবং আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৮২৪/৪৪৭৫ ঝামিয়া দেবীর আইনি উত্তরাধিকারীগণের স্বত্বাধীনে পরিমাণ ৫২৩ বর্গফুট বা ১২ ছটাক বা ১ ডেসিমেল এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : ২৮২৫ দাগ নং, দক্ষিণে : দত্তবাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : সাবিত্রী দেবীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : বাল্মিকী সিং এর সম্পত্তি সমন্বিত। যোগাযোগের ব্যক্তি : নন্দকিশোর সিং- ৭৯০৯০২৭৫৬০	১. ১৪,৫০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৫,০০০.০০ টাকা	১৩,২১,২৫৫.০০ টাকা (তেরো লাখ একুশ হাজার দুশো পঞ্চান্ন টাকা)	ক) নেই খ) স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় আগ্রহী ব্যক্তিগণ কাজের দিন ২৪.০১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সমুদয় বিস্তারিত ই-নিলাম বিষয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণ সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে উক্ত সংযোজিত তথ্য দেখতে পারেন। উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনও দখলদারি নেই বলে জ্ঞাত এবং সেকারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট এনপিএ শ্রেণিভুক্ত। সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিষয়ে যোগাযোগের ব্যক্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি’র ইকমার্স ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনলাইন ই-নিলাম ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমএসটিসি ইকমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে, কারিগরি সহায়তার জন্য হেল্প লাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬** এবং **০১১-৪১১০৬১৩১** সংশ্লিষ্ট আইবিএপিআই পোর্টালে সমস্যার ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য।
এই বিধিবদ্ধ তিরিশ (৩০) দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি সংশ্লিষ্ট অবগত করা হচ্ছে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে।

তারিখ : ০৫.০১.২০২৪
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
রিজিওনাল অফিস

বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে গুন্ডাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত ছেলে, পাল্টা অভিযোগ করলেন অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বৃদ্ধ বাবার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং তার গুন্ডাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলেন অসহায় যুবক। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি এলাকায়। আক্রান্ত যুবককে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করানোর পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় হামলাকারী বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিবু কর্মকার ও তার দলবলের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক বিপ্লব বিশ্বাস (৩৫)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বিপ্লবের বাড়ি নলডুবি এলাকায়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই

মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্য শিবু কর্মকারের বাড়িও নলডুবি এলাকায়। পুরনো একটি গোলমালের ঘটনাকে ঘিরে এদিন বিপ্লব বিশ্বাসের ওপর হামলা চালায় স্থানীয় বিজেপি নেতা শিবু কর্মকার বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এদিকে পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত বিপ্লব বিশ্বাস জানিয়েছেন, কিছুদিন আগেই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শিবু কর্মকার আমাদের একটি বাড়ির ছাগলকে গাড়িতে পিষে মেরেছে। এরপরে গ্রামের সালিশি সভাতেও ওরা আমাদের অপমান করে। তারপর থেকেই মাঝেমধ্যেই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য শিবু কর্মকার তার বাবা বৃদ্ধ বাবাকে রাস্তায় দেখলেই আজেবাজে ভাষায় কথা বলত। এদিন সকালে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বাবা রাস্তা দিয়ে আসার সময় শিবু কর্মকার ও তার দলবল নানা ভাবে আজেবাজে ভাষায় কথা বলে বাবাকে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় প্রতিবাদ করি। তখনই বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও তার গুন্ডাবাহিনী আমাকে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বাঁশ, লাঠি দিয়ে বেধর মারধর করে। তাতে আমার ঠোঁট, মুখ ফেটে যায়। এই ঘটনার সময় আমার বৃদ্ধ বাবার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। তখনই অভিযুক্তরা এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দোষ করেছে বলেই ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। গ্রামবাসীদের প্রতিবাদের সামনে ওরা কোনওরকম কথা বলতে পারেনি। এরপরই পুরো বিষয়টি নিয়ে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্য শিবু কর্মকার জানিয়েছেন, যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পুরনো একটি বিবাদকে ঘিরে এদিন বাবা-ছেলে দু'জনেই আমার ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে। তাতে কিছু পাড়া-প্রতিবেশীর সামিল হয়েছিল। কোনও রকমে ওদের হাত থেকে আমি পালিয়ে বেঁচেছি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থায়ী সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের, শেষমেষ গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হল অস্থায়ী কাঠের সেতু

অরূপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম: সুবর্ণরৈখিক মিলন। আসনবনী গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি স্থায়ী সেতুর। তার জন্য বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজের কাজ হয়নি, তারপর সুবর্ণরেখা নদী দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। শেষমেশ নিজেদের সুবিধার জন্য গ্রামের মানুষজন নিজ উদ্যোগ নিয়ে বানিয়ে ফেললেন অস্থায়ী কাঠের সেতু! সেতু তৈরি হওয়ার ফলে অবশ্যই উপকৃত হচ্ছেন এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষজন। পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ কিংবা চিকিৎসার জন্য ঝাড়খণ্ড রাজ্য বর্ডার হয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যেতে হত। তাছাড়াও গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল আসতে গেলে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে আসতেন অনেকেই। তাছাড়াও ঝাড়খণ্ড কিংবা এই রাজ্যের মানুষজন থেকে শুরু করে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজনকে এবং গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের জানাঘাটি, মদনশোল সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষকেও এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করতে হচ্ছিল। নদী পথে নৌকো করে না হলে প্রায় ৪০-৫০ কিলোমিটার রাস্তা বেয়ে সাধারণ মানুষকে গোপীবল্লভপুর বাজারের বুকে পৌঁছতে হয় নানান প্রয়োজনীয় কাজে। এলাকার এই সমস্যার কথা ভেবে গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের আসনবনী গ্রামের বাসিন্দারা নিজ উদ্যোগে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর গড়ে তুললেন আস্ত একটি ফেয়ারওয়েদার ব্রিজ। গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি কাঠের সেতুর উপর শুরু হয়েছে যাতায়াত। এই প্রসঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ বাড়ি জানান, 'স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২ ঘণ্টার পথ মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে এছাড়াও সময় অপচয় কম হবে সঙ্গেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ সুবিধা হয়েছে এতে নিজেদের পড়াশোনার জন্য বাড়তি সময় পাবে তারা।' গোপীবল্লভপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালী মুর্মু মান্ডি বলেন, কাঠের সেতুটি নির্মাণ হতে বহু মানুষের যোগাযোগের সুবিধা হল। আসনবনী গ্রামের বাসিন্দা সুখেন চন্দ্র নায়েক, তপন কুমার ভূঁইয়া, দুর্গা বিশুইরা জানান, ব্রিজ হতে একদিকে যেমন যোগাযোগের সুবিধা বাড়ল তেমনি এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে। তবে স্থায়ী ব্রিজের অপেক্ষা আর কতদিন করতে হবে প্রশ্ন স্থানীয়দের।

এলআইসির নাম ভাঙিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এলআইসি-তে কাজ দেওয়ার নাম করে ৩৮ জন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম কৈলাশ মান্ডি। বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার মোহনপুরে। এদিন এলাকার মানুষ কৈলাশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি হুগলির আরামবাগ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীপল্লিতে একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। ৮ জানুয়ারি কাজে জয়েন করার জন্য এদিন সকালে কৈলাস মান্ডির বাড়ির সামনে আসেন বেশ কয়েক জন ব্যক্তি। তারপর তারা জানতে পারেন কাজের বিষয়টা পুরোটাই ভুয়ো। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তারা তাদের টাকা ফেরতের দাবি করেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কৈলাস মান্ডি আরামবাগ মহাকুমার এলআইসির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে কাজ দেওয়ার নাম করে এই টাকা নিয়ে ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। মোট ৩৮ জনের কাজ থেকে

চাকরি করে দেওয়ার নাম করে টাকা নেন। কাজ দেওয়ার নাম করে যারা এসসি তাদের কাছ থেকে ২১৬০ টাকা এবং জেনারেলদের কাছ থেকে ৩১৮০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার ফি এবং ট্রেনিংয়ের জন্য এই টাকা নেওয়া হয়। শ্রীপল্লিতে কৈলাস মান্ডি প্রায় দেড় বছর ধরে বসবাস করছেন। তিনি এটাও জানিয়েছেন আরামবাগের একটি ব্রাঞ্চে তিনি এলআইসিতে কাজ করেন। পাশাপাশি এদিন কয়েকজন তাদের টাকা ফেরত পায় বলেও জানান। এ প্রসঙ্গে কৈলাস মান্ডি বলেন, আমার একটা কোটা ছিল, কিন্তু কথা অনুযায়ী আমি করতে পারিনি। তিন দিন ডেট পিছিয়েছি যার জন্য মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে। এলআইসি-তে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ ছিল, আরামবাগ, কামারপুকুর, খানাকুল এবং সোদপুরে। ৩৮ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম। লক্ষ্মীকান্ত রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, আমি এলআইসি-তে কাজ করে দেবে বলে আমার ছেলে ও জামাইয়ের জন্য ১৪,৭০০ টাকা দিয়েছি। টাকা ফেরত পাইনি। গত ১৫ তারিখ জয়েনের দিন ছিল হয়নি। আজ ছিল আজকেও হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এদিন প্রাপকরা ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যাবেন জানান।

শেখ শাহজাহানের অনুপস্থিতিতে উন্নয়নের কাজ আটকাবে না: নারায়ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আটকে থাকবে না। মৎস্যের কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহজাহানের অনুপস্থিতিতে মানুষ যাতে তাঁর পরিষেবা ঠিকমতো পান, তার ব্যবস্থা করবে জেলা পরিষদ। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী এমনই জানান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'শেখ শাহাজাহান থাকবেন কি থাকবেন না, তা দল ঠিক করবে। সে বিষয়ে জেলা পরিষদেও কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে মানুষ যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কোনও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য জেলা পরিষদ ও তাঁর দপ্তরের আধিকারিকরা একযোগে কাজ করবেন।'

তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য সর্বদাই কাজ করে চলেছেন। মানুষ যাতে সব ধরনের পরিষেবা পান, তার জন্য তিনি সবসময়ই সজাগ আছেন। তাঁর একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে জেলা পরিষদের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। উন্নয়নের কাজ কোনও ভাবেই আটকে থাকবে না বলে জানান নারায়ণ গোস্বামী।

মীনাক্ষী সামনের সারিতে আসায় ব্রিগেডে অনুপস্থিত সুজন : সৌগত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: 'সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সামনের সারিতে চলে আসায় বিষয়টি ভালো ভাবে নেননি সুজন চক্রবর্তী। তাই তিনি ব্রিগেডে অনুপস্থিত ছিলেন।' সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই দাবি করেন সৌগত রায়। সেই সঙ্গে মহম্মদ সেলিমকে অকালপক্ক নেতা বলেও কটাক্ষ করেন বর্ষীয়ান সাংসদ। সৌগত রায়ের দাবি, 'বিজেপি গোটা দেশজুড়ে নানান দুর্নীতি, তছরূপ করছে। আদানি-আম্বানিরদের সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। আমরা এবার সে সব বিষয় লিখিত আকারে তুলে ধরব। পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের সাফল্য, উন্নয়নও কর্মীদের কাছে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করব।'

অন্যদিকে, দলীয় কর্মীদের আরও সুসংগঠিত ও উজ্জীবিত করতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চারটি সাংগঠনিক জেলার আলাদা আলাদা করে কনফারেন্স করা হবে এবং দলের সাফল্য, উন্নয়ন ও বিজেপির বঞ্চনা, অত্যাচার, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি অ্যাপ্রোচ পেপার তৈরি করা হবে। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোর কমিটি বৈঠকে এই দু'টি বিষয় করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানান বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়।

তিনি জানান, এই প্রস্তাবগুলি আগামী দিনে উচ্চ নেতৃত্বের অনুমোদন ক্রমে পালন করা হবে। এছাড়া বিজেপির মদতে বহু জেনুইন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করা হবে কোনও তদন্ত ছাড়া কোনও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। নির্মল ঘোষ বলেন, 'আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই আমরা সাংগঠনিক জেলার কর্মী, বিধায়ক, সাংসদ সহ দলের সকল পদাধিকারীদের নিয়ে কনফারেন্স করব।'

দেগঙ্গার কর্মিসভায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য করে দেওয়া ২০ জনের কোর কমিটির প্রথম মিটিং হল সোমবার। এদিন দুপুরে মধ্যমগ্রামের বারাসত সাংগঠনিক জেলার কার্যালয়ে এই মিটিং হয়। এদিন ১৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক নির্মল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মমতা ঠাকুর, রফিকুল ইসলাম, ঊষারানি মণ্ডল, সুকুমার মাহাতো, তাপস দাশগুপ্ত, গোপাল শেঠ, অঞ্জু বসু, সোমনাথ শ্যাম রফিকুর রহমান ছাড়াও অন্যান্যরা। এছাড়াও আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে সাংসদ সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অর্জুন সিংও উপস্থিত ছিলেন। তবে নারায়ণ গোস্বামী, সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিক, রথীন ঘোষ, তাপস রায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতারা অনুপস্থিত ছিলেন।

পথ দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সোমবার বিকেল চারটা নাগাদ মেদিনীপুরের ভাদুতলা এলাকার বুড়িশোলের জঙ্গলে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে প্রাইভেট কারটি সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজনের পুড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভাদুতলা-পিড়াকাটা রাজ্য সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। পিড়াকাটাগামী যাত্রীবাহী বাসটির সঙ্গে প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে, গাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গাড়ির মধ্যে থাকা প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ ও দমকল বাহিনী পৌঁছেয়। বাস ও কার দুটোই তীব্র গতিতে থাকায় সংঘর্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় বলে পুলিশের অনুমান। চালক বাসটিকে জঙ্গলের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দেওয়ায় কারটি তীব্র ঘর্ষণের মধ্যে পড়ে যায়। রাজ্য সড়কের ওপরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। শালবনি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, ছোট গাড়িটির মধ্যে চালক সহ চারজন ছিলেন।

তবে পুলিশ দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটি ডক্টর স্টিকার উদ্ধার হওয়ায় অনুমান করা হচ্ছে গাড়িটি কোনও চিকিৎসকের গাড়ি ছিল। নম্বর প্লেট সম্পূর্ণ ভাবে জলে যাওয়ায় এই মুহূর্তে কোনও ভাবেই মৃতদের শনাক্ত করা যায়নি।

বোমাবাজিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা ভোটের আগে গোঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে এল বলে দাবি। বোমাবাজি করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের অপর একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় একদিকে গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস অস্বস্তিতে পড়েছে, তেমনই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শাহাবুদ্দিন খান ও বর্তমানে শ্যামবাজার অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হোসেন শাহের মধ্যে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়। দাবি, প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শাহাবুদ্দিন খানের নিয়ন্ত্রণে ছিল শ্যামবাজার অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়। সেখানে নিয়মিত একজন কর্মী পার্টি অফিস খুলে বসতেন। কিন্তু বর্তমানে শাহাবুদ্দিন খান ও তাঁর অনুগামীরা পার্টিতে কোনও বড় পদ না পাওয়ায় কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

আরও দাবি, ওই কার্যালয় থেকে তৃণমূলের ব্যানারে কোনও কর্মসূচি করতে পারছিল না। তাই পার্টি অফিস এক প্রকার ফাঁকা পড়েছিল। একজন কর্মী আসেন। তিনি অফিসে বসে পাহারা দিতেন। অভিযোগ এই রকম এক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অপর গোষ্ঠী তথা শ্যামবাজার অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হোসেন শাহের অনুগামীরা বোমাবাজি করে নিজেদের দলীয় কার্যালয় দখল নেয় বলে অভিযোগ। যদিও বোমাবাজির অভিযোগ তারা অস্বীকার করে।

তৃণমূলের এই কার্যালয় নিয়ে গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শাহাবুদ্দিন খানের দাবি, '২০১২ সালে পার্টি অফিসটি নির্মাণ হয়। ২০১৩ সাল থেকে ওখানে বসে কাজ চালাচ্ছিলাম। বিধায়ক থেকে সাংসদ সকলেই ওই পার্টি অফিসে এসেছেন এবং অঞ্চলে তৃণমূলের কাজ হয়েছে। আজ যারা পার্টি অফিস দখল করেছে, তারা ২০২১ সালে ওই পার্টি অফিস আক্রমণ করেছিল। আমাকে ও আরও বেশ কয়েকজনকে মারধর করে। হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। বর্তমান অঞ্চল সভাপতি পার্টি অফিস আক্রমণ করে এবং গালিগালাজ করে। প্রত্যেকদিনই পার্টি অফিস খোলা হয়।'

শ্যামবাজার অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হোসেন শাহের দাবি, 'শ্যামবাজার অঞ্চলে আমরা সকলে একসঙ্গেই পার্টিটা করছি। এই প্রধান কার্যালয়টি কুকুর বিড়াল ও মদের আখড়া হয়ে গিয়েছিল। পার্টি অফিস খুলছে না। সামনে লোকসভা ভোট, তাই খোলা হয়েছে। বোমাবাজির কোনও কারণ নেই।' জাকির মল্লিক নামে এক তৃণমূল কর্মীর দাবি, 'যারা পার্টি অফিস দখলের কথা বলছে, তাদের কোনও লোকজন নেই। একজন পার্টি খুলেছিল। আমরা ১০-১৫ জন গিয়ে পার্টি অফিসে বসেছি।'

অপরদিকে বিজেপি নেত্রী দোলন দাসের দাবি, তৃণমূলের এটা কালচার। পুরোটাই একটা কাটমানির ব্যাপার। ভাগ বাটোয়ারার ব্যাপার। অভিষেকের একটা দল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা দল। সবমিলিয়ে আবারও গোঘাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূলেরই পার্টি অফিস দখল আর এই ঘটনায় লোকসভা ভোটের আগে বেশ

রিষড়ার বোস হাউসে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র

বনস্পতি দে ● রিষড়া

হুগলি জেলার রিষড়ার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। রিষড়ায় থাকা বোস হাউস থেকেই ছড়িয়েছিল সুভাষের অন্তর্ধান হওয়ার খবর। এমনকি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ রয়েছে রিষড়ার বোস হাউসের। সেই বোস হাউসের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে বেলুড় মঠের হাতে। সেই বোস হাউসে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু সম্পর্ক সন্ধানে।

সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সুগত বসু এবং নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইনচার্জ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কর্মকাণ্ডে রিষড়া বোস হাউসের নিবিড় যোগের বিষয়টি উঠে এসেছে সুগত বসুর কথায়। আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মারক বক্তৃতায় তিনি বলেন, '১৯৪১ সালে ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের খবর রিষড়ার বোস হাউস থেকেই বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই বছরেই খবর হয় নেতাজি কাবুল থেকে ইউরোপ পৌঁছে গিয়েছেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জাপানি কনসোল জেনারেল কাটসুমি ওকাজাকি শরৎ বসুর সঙ্গে রিষড়ার বোস হাউসে গোপনে দেখা করেন। সেখানে বসেই জাপান কী ভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগিতা করবে সেই নিয়ে কথা হয়। বার্লিন থেকে টোকিয়ো মারফত নেতাজির বেতার বার্তা ওকাজাকি শরৎ বসুকে পৌঁছে দেন। একই ভাবে শরতের বার্তা ও নেতাজির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় বেতার বার্তার মাধ্যমে।' বেদান্তের আলোকে নেতাজির কর্মজীবন তুলে ধরেন স্বামী সর্বপ্রিয়নন্দজি মহারাজ।

মিড ডে মিলের চালে পোকা থাকার দাবিতে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: মিড ডে মিলের চালে পোকা থাকার অভিযোগ। অভিযোগ, সেই পোকা ধরা চাল ধুয়েই চলছে রান্নার প্রস্তুতি। আর বিষয়টি সামনে আসতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের চাপাডাঙা এলাকার সন্দার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের।

অভিভাবকদের দাবি, সোমবার সকালে সন্তানকে স্কুলে ছাড়তে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের নজরে পড়ে ঘটনাটি। এরপরই স্কুলের সামনে জড়ো হন অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা। রান্নাঘরে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, পোকা ধরা চাল খেয়ে তাঁদের সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ছে। স্কুলের দিদিমণির বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের দিদিমণির অপসারণ এবং মিড ডে মিলের যে খাবার দেওয়া হয় তা খতিয়ে দেখুক ব্লক প্রশাসন। তারপরেই খোলা হবে স্কুল। এই দাবিতে দিদিমণিকে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। স্কুল শিক্ষকের দাবি, 'এগুলো বাদ দিয়েই খাওয়ানো হয়। আমাদের কাছে ভালো চাল আসে। আমার দরকার পঞ্চাশ কেজি। দেড়শো কেজি চাল দিয়েছে। বেশি হয়েছে। সেই কারণে খারাপ হয়েছে।' এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে আসে তারকেশ্বর থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পাহাড় ছেড়ে মালদায় বিমল গুরুংয়ের আসায় জোর জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড় ছেড়ে বারবার সমতল কেন্দ্র ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা মালদায় কেন আসছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেটের প্রধান প্রতিনিধি বিমল গুরুং, তা নিয়ে এখন মালদার রাজনৈতিক মহলে চরম গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি কোথাও আদিবাসী, রাজবংশী, মতুয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত কোথাও সংখ্যালঘুষিত, আবার কোথাও বিহারী মারোয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস। কিন্তু গত ১৫ দিনের ব্যবধানে মালদার কালিয়াচক ২ ব্লকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পঞ্চানন্দপুরে সভা ও বৈঠক করেছেন বিমল গুরুং। এছাড়াও আদিবাসী অধ্যুষিত মালদার গাজোল ব্লকেও একটি সংগঠনের নেতৃত্বে জনসভা এবং বৈঠক করেন বিমল গুরুং। চলতি মাসে আরও একবার বিমল গুরুংয়ের মালদায় সফরে আসার কথা রয়েছে। আর এনিয়েই জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নজরদারি শুরু করেছেন রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা।

রবিবার কামতাপুর পিপলস্ পার্টি ইউনাইটেডের নেতৃত্বে গাজোল ব্লকের ফুটবল ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করা হয়। এই গাজোল ব্লকে আদিবাসী, মতুয়া এবং রাজবংশী অধ্যুষিত। আর সেখানেই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেটের প্রধান জনপ্রতিনিধি বিমল গুরুং। এছাড়াও ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আচমকাই বিমল গুরুং একটি সংগঠনের ডাকে এসে জনসভা করেন। আর তাতেই বিমল গুরুংয়ের কার্যক্রম নিয়েই খবরা-খবর রাখতে শুরু করেছেন গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা।

এদিকে মালদায় এসে বিমল গুরুং সাফ জানিয়েছেন, 'কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আমরা সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেছি। কিন্তু আলোচনার জন্য আমরা এখনও কোন ডাক পাইনি। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। আমাদের দাবি না মানা হলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আটটি দল একসঙ্গে লড়ব।' এদিকে প্রশ্ন উঠেছে, শুধুই কি পৃথক রাজ্যের দাবি না সমতলে অন্য কোনও শক্তি মজবুত করতেই বিমল গুরুংয়ের এই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদা জেলায় সফর?

কামতাপুর পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন জানিয়েছেন, 'বরাবরই পৃথক রাজ্যের দাবিতে সরব হয়েছি। বর্তমানে কেন্দ্র সরকার কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিমল গুরুং সমর্থনে আমরা পৃথক রাজ্যের দাবি তুলেছি। এই দাবি পূরণ না হলে কেন্দ্র সরকার বিরুদ্ধে কঠিন আন্দোলন শুরু হবে।'

এদিকে গাজোল ব্লকের তৃণমূল নেতা তথা ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার জানিয়েছেন য, রাজনীতিতে বিমল গুরুংয়ের আর কোনও মূল্য নেই। পাহাড়ের মানুষ তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমল গুরুংকে যা দিয়েছেন, তা গোটা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। পাহাড়ে এখন সর্বত্রই উন্নয়ন। সেখানকার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাইছেন। ফলে বিমল গুরুং পাহাড়ে জায়গা না পেয়ে এখন সমতলে এসে নিজের রাজনীতির প্রভাব খাটাতে চাইছেন।'

আবগারি দপ্তর ও পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন তুলসিবনী, ধোবাসোল, বেনাগেড়িয়া, কোকুয়া, গুড়িগোট, ভালুকখুলিয়া সহ একাধিক এলাকায় নয়াগ্রাম ও খড়্গপুর আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ২৬০ লিটার চোলাই মদ ও ৭২০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ সহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় অ্যালুমিনিয়ামের ছয়টি হাঁড়ি। চোলাই মদের কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে দাবি। যার ফলে এই অভিযানে আবগারি ও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

আবর্জনা ও প্লাস্টিকমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার উদ্যোগ নবগ্রামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দূষণমুক্ত পরিবেশ ও নির্মল বাংলা গড়ার লক্ষ্যে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে কঠিন, তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রের কাজ। এই প্রকল্পের আওতায় সোমবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার নবগ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কুমারডিহি গ্রামের বড়থান পাড়ায় একটি সচেতনতামূলক সভার পাশাপাশি পাড়ার প্রায় ১০০টি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল

দু'টি করে বালতি।

পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়, ধীরে ধীরে এলাকার সমস্ত পরিবারের হাতে এমনই বালতি তুলে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতের তরফে এলাকার মানুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়, বালতি দু'টিতে পচনশীল এবং একটিতে অপচনশীল বর্জ্য দ্রব্য রাখতে হবে। সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন পঞ্চায়েতের তরফে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই বর্জ্য পদার্থগুলি সংগ্রহ করবে। মানুষের বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে সেগুলি পৌঁছবে নবগ্রামের কঠিন, তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্রে। আর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই পদার্থগুলি থেকেই তৈরি হবে নানান ধরনের জৈব সার।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বৃষ্টি হাজরা ছিলেন নবগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সতন সৌমণ্ডল, ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায়,অঞ্চল সভাপতি খোকন মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য সুনীতি সৌমণ্ডল প্রমুখ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায় জানান, এলাকাকে নির্মল, দূষণ ও প্লাস্টিকমুক্ত রাখতে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। তা হলেই এলাকায় তৈরি হবে আবর্জনা, দূষণ ও প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ।

বিলকিস বানো ধর্ষণ কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: সোমবার বিলকিস বানো মামলায় সুপ্রিম নির্দেশে মুখ পুড়েছে বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকারের। ১১ জন দোষীর মেয়াদের আগে মুক্তির সিদ্ধান্ত রদ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল দেশের বিরোধী মহল। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্যালুট করেছেন। তাদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'মহিলা বিরোধী' এবং 'দুষ্কৃতীদের রক্ষক' বিজেপির বিরুদ্ধে জয় হয়েছে ন্যায় বিচারের।

এক্স হ্যান্ডেলে গেরুয়া শিবিরকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির তোপ, 'বিলকিস বানোর অক্লান্ত সংগ্রাম অহংকারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায় বিবেকের প্রতীক।' রাহুলেপ পোস্ট, 'ভোটের সুবিধার জন্য বিচার ব্যবস্থাকে হত্যার চেষ্টা লোকতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। আজ সুপ্রিম রায়ে ফের স্পষ্ট হল কারা দুষ্কৃতদের রক্ষক।' সুপ্রিম রায়ের পর সরব হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও। তাঁর কথায়, 'আজকের নির্দেশের ফলে বিজেপির নারীবিরোধী নীতি প্রকাশ্যে চলে এল। 'শীর্ষ আদালতের রায়ের পর টুইট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'আইনের দীর্ঘ হাতে শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করেছে অপরাধীকে। গুজরাত সরকারের ১১ দোষীর মুক্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায় আইনের ব্যবস্থার বিরাট জয়।' আরও বলা হয়েছে, যারা অপরাধীদের মুক্তি দিতে সাহায্য করেছিল এবং দোষীদের মহিমান্বিত করেছিল, সেই বিজেপির মুখে চড় কষিয়েছে আদালত। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত জানিয়েছেন শীর্ষ আদালতের আজকের রায়কে।

শিবসেনা নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তির সিদ্ধান্তে এনওসি দিয়েছিল খোদ কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তথাপি বিচারপতি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন বিলকিস। আমরা যেন এই কথা ভুলে না যাই।'

মন্ত্রী হয়েও হার, রাজস্থানে অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার

জয়পুর, ৮ জানুয়ারি: মন্ত্রী হয়েও হারতে হল। রাজস্থানে অস্বস্তিতে পড়ল ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার ১০ দিনের মাথাতেই বিধানসভা ভোটে হেরে গেলেন বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্রপাল সিং। রাজস্থানে শ্রীগঙ্গানগর জেলার করণপুর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী রূপীন্দ্র সিং কুনের প্রায় ১২ হাজার ভোটে হারিয়েছেন তাঁকে।

রাজস্থানের ২০০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে গত নভেম্বরে ১৯৯টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক গুরমিত সিংহ কুনেরের মৃত্যুর কারণে করণপুরে ভোট স্থগিত রাখা হয়। কংগ্রেস সেখানে গুরমিতের পুত্র রূপেন্দ্রকে প্রার্থী করেছিল। ২০১৩ সালে ওই আসনে সুরেন্দ্র জিতছিলেন। কিন্তু ২০১৮-তে তিনি গুরমিতের কাছে হেরে যান।

প্রসঙ্গত, সুরেন্দ্রপাল সিংকে মন্ত্রী করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল কংগ্রেস। নিয়ম-নীতি বহির্ভূতভাবে তাঁকে মন্ত্রী করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের কাছে ভোটে হারে মুখ পুড়েছে বিজেপির। এদিকে করণপুরে জয়ের ফলে রাজস্থান বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়কের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭০। সহযোগী রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি)-এর ১। শাসক বিজেপির রয়েছে ১১৫ জন বিধায়ক। এ ছাড়া নির্দল এবং অন্য দলগুলির ১৪ জন বিধায়ক রয়েছেন বিজেপি শাসিত ওই রাজ্যের বিধানসভায়। রাজস্থান কংগ্রেস সোমবার জানিয়েছে, এই হার মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের প্রতি রাজ্যবাসীর অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ।

কংগ্রেসের তরফ থেকে কটাক্ষ করা হয়েছে, বিজেপি মন্ত্রী তৈরি করতে পারলেও, বিধায়ক তৈরির ক্ষমতা রাখে না। টুইটার হ্যানডলে এক্স-এর একটি পোস্টে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট কুনারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পাকিস্তান-ভারতের সম্পর্ক নিয়ে বইপ্রকাশ অজয় বিসারিয়ার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: মধ্যরাতে ফোন করে প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন ইমরান খান । কিন্তু পাক প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুরোধ একেবারে নাকচ করে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর সাফ কথা ছিল, আটক বায়ুসেনা উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে দ্রুত মুক্তি দিতে হবে। তা না হলে পাকিস্তানের দিকে ৯টি মিসাইল তাক করাই আছে, বলা মাত্র আছড়ে পড়বে সেদেশের মাটিতে। ২০১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির রাতে কী কী ঘটেছিল, সেই ঘটনাবলী নিয়ে বই প্রকাশ করতে চলেছেন পাকিস্তানে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় হাই কমিশনার অজয় বিসারিয়া। সেখানেই উঠে এসেছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য।

২৭ ফেব্রুয়ারি সকালেই বিমান ভেঙে পড়ে সেনার হাতে বন্দি হন অভিনন্দন। সেদিনই রাতের মধ্যে পাকিস্তানের দিকে তাক করে ৯টি মিসাইল তৈরি করে ফেলে ভারত। যদিও এই বিষয়টি ভারতের তরফে সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়নি কখনও। তবে বিসারিয়া জানিয়েছেন, অভিনন্দনকে আটক করার পরেই আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠান পাকিস্তানের তৎকালীন বিদেশসচিব। তাঁদের বৈঠক চলাকালীনই খবর আসে, পাকিস্তানের দিকে মিসাইল তাক করেছে ভারত। বিসারিয়ার মতে, সেই খবর পেয়েই ভয়ে কাঁপতে থাকে পাক প্রশাসন থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী।

লাক্ষাদ্বীপ নিয়ে উৎসাহ বাড়ছে বিশ্বের, গুগলে লাক্ষাদ্বীপ নিয়ে রেকর্ড ভাঙা সার্চ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: একদিকে যখন হ্যাশট্যাগ বয়কট মলদ্বীপ-এ মলদ্বীপ ভ্রমণ বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছেন তারকা থেকে ক্রিকেটাররা, তখন গুগল সার্চে উঠে আসছে লাক্ষাদ্বীপের নাম। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণ করে সেখানকার সৈকত এবং সমুদ্রে স্নরকেলিং করার ছবি টুইটারে পোস্ট করে ভ্রমণ পিপাসসুদের মন জয় করে নিয়েছেন। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নিজে সেখানে যাওয়ায় লাক্ষাদ্বীপ নিয়ে যেমন কৌতূহল বাড়ছিল, তেমনই পড়শি দেশ মালদ্বীপের তিন মন্ত্রী মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফর নিয়ে কটাক্ষ করায় ও মোদি সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করায় তেতে উঠেছে ভারত। এদেশ থেকে সারা বছরই তারকা, ক্রিকেটাররা মালদ্বীপ ভ্রমণে যান। ইদানীং মধ্যবিত্তরাও সেদেশে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। বলতে গেলে লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একইরকম। শুধু মালদ্বীপে অনেক বিলাসবহুল রিসর্ট আছে আর সে দেশে ভ্রমণের পরিকাঠামোও উন্নততর। মালদ্বীপের তিন মন্ত্রীকে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে তাতে রাগ কমছে না ভারতবাসীর। মালদ্বীপের একাধিক ট্রিপ ক্যানসেল করেছেন ভারতীয় পর্যটকরা। এমনকী ক্রিকেটার শচিন তেন্ডুলকার পর্যন্ত বলছেন ভারতে এমন অনেক সুন্দর জায়গা আছে, যেগুলো এক্সপ্লোর করা যেতে পারে।

এপস্টাইনের যৌন কেলেঙ্কারির নথিতে স্টিফেন হকিংয়ের নাম!

নিউ ইয়র্ক, ৮ জানুয়ারি: জেফ্রি এপস্টাইনের নথিতে বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের নাম! তাঁর বিরুদ্ধে নাবালিকা নিগ্রহের অভিযোগ! জেফ্রি এপস্টাইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে একাধিক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্ভোগের গুঞ্জন উঠেছিল পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের বিরুদ্ধে। আরও সেই গুঞ্জন ধামাচাপা দিতে বান্ধবী গিসলেন ম্যাক্সওয়েলকে ইমেল করেছিল আমেরিকান ধনকুবের তথা নাবালিকা যৌনচক্রের মাথা জেফ্রি এপস্টাইন।

২০১৫ সালে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে মামলা করেন ভার্জিনিয়া জিওফ্রে নামে এক মহিলা। যৌন ব্যবসায় কাজে লাগানোর জন্য আরও কয়েকজন অল্প বয়সি মহিলার সঙ্গে তাঁকেও জেফরি এপস্টেইন ও তাঁর সহযোগী গিসলেন ম্যাক্সওয়েল পাচার করেছিলেন বলে তাঁর অভিযোগ। ওই সময় তিনি কিশোরী ছিলেন বলে জানান ভার্জিনিয়া। যদিও ভার্জিনিয়া জিওফ্রে নামে যে মহিলার মামলার সূত্রে ওই সমস্ত নথি প্রকাশ করা হয়েছে, হকিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি কোনও অভিযোগ জানাননি। হকিংয়ের বিরুদ্ধে আর কেউ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেননি।

২০১৫সালে গিসলেন ম্যাক্সওয়েলকে ইমেল পাঠিয়ে ভার্জিনিয়া নামে ওই মহিলার অভিযোগগুলি যে কোনও মূল্যে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিল এপস্টাইন। এপস্টাইনের দাবি ছিল, ষড়যন্ত্র করে হকিংয়ের বিরুদ্ধে ওই ধরনের অভিযোগ আনার চেষ্টা চলছে। যদিও ওই ইমেলে হকিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন বা নাবালিকা নিগ্রহের অভিযোগের কোনও প্রমাণ ছিল না। ২০০৬ সালে নাবালিকা যৌন চক্র ও নিগ্রহের প্রথম মামলা হয় এপস্টাইনের বিরুদ্ধে। সেই বছর মার্চেই ক্যারিবীয় সাগরে এপস্টাইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন হকিং।

২০১৯ সালে যৌন ব্যবসার নানা অভিযোগের বিচার শুরুর আগে কারাগারে আত্মহত্যা করেন এপস্টাইন। আর গত ডিসেম্বরে নিউইয়র্কের একটি আদালতের বিচারক এপস্টাইনের মামলার নথিগুলো প্রকাশের অনুমতি দেন। এই নথিতে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অ্যান্ড্রু সহ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নাম ওঠায় শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়।

রাতের রামমন্দির দেখতে কেমন? ছবি পোস্ট রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের

অযোধ্যা, ৮ জানুয়ারি: ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন। কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে অভূতপূর্ব ভাস্কর্যে সেজে উঠেছে সেই মন্দির। রাতের বেলায় কেমন দেখতে লাগবে অযোধ্যার রামমন্দির? সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করল রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। সোমবার ট্রাস্টের তরফে পোস্ট করা সেই ছবিগুলি দেখে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে ভক্তকূল।

আলো-আঁধারিতে মন্দিরের নিখুঁত কারুকাজ দেখে শুধু রামভক্ত নন, ভ্রমণ পিপাসুরাও উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। প্রসঙ্গত, ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঢেলে সাজানো হচ্ছে রাম জন্মভূমি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের ঢল নামছে অযোধ্যায়। উদ্বোধনের দিন রাম মন্দিরে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠান যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐতিহ্যবাহী নাগারা শৈলীর আদলে তৈরি রাম মন্দির কমপ্লেক্সটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৩৮০ ফুট দীর্ঘ, চওড়া ২৫০ ফুট। মন্দিরের কাঠামোতে ২০ ফুট উঁচু মেঝে থাকবে। থাকবে ৩৯২টি স্তম্ভ এবং ৪৪টি তোরণ।রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাত হাজারেরও বেশি জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। সেই তালিকায় রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি থেকে বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। ভারতের ধনকুবের শিল্পপতি মুকেশ অম্বানী এবং গৌতম আদানির নামও সেই তালিকায় রয়েছে।

মন্ত্রীর নৌকো আটকাল চিল্কার হ্রদে ২ ঘণ্টা পর উদ্ধার অন্য নৌকো এনে

ভুবনেশ্বর, ৮ জানুয়ারি: 'সাগর পরিক্রমা' প্রকল্পে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে চিল্কায় নৌকো আটকে টানা ২ ঘণ্টা বসে রইলেন কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী পরষোত্তম রূপালা। পরে অন্য নৌকা গিয়ে মন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্ধার করে। পরষোত্তম মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে, তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে ওড়িশা সফরে গিয়েছিলেন। এটি তাঁর 'সাগর পরিক্রমা' প্রকল্পের ১১তম পর্ব। রবিবার ওড়িশার খুরদা জেলার বরকুল থেকে নৌকোয় ওঠেন তিনি। গন্তব্য ছিল পুরী জেলার সাতপাড়া এলাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে নৌকায় ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র এবং দলের স্থানীয় কয়েক জন নেতা। চিল্কা হ্রদের উপর দিয়ে সাতপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

হ্রদের মাঝে হঠাৎই তাঁদের নৌকা থেমে যায়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, জলে বিছিয়ে রাখা মাছ ধরার জালে মৎস্যমন্ত্রীর নৌকা হয়তো আটকে গিয়েছে। কিন্তু পরে মন্ত্রী নিজেই আসল কারণ জানান। তিনি সাতপাড়ায় গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, তাঁদের নৌকার মাঝি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তাঁরা জলে আটকে পড়েছিলেন। মন্ত্রীর কথায়, 'অন্ধকার হয়ে এসেছিল। আমাদের নৌকা যিনি চালাচ্ছিলেন, তিনি এই রাস্তায় নতুন। তাই আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। সাতপাড়া পৌঁছতে আমাদের দু'ঘণ্টা বেশি সময় লেগেছে।'

পুরীর কৃষ্ণপ্রসাদ এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। রবিবারের ঘটনার পর সেই কর্মসূচি বাতিল করতে হয়েছে। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ পুরীতে পৌঁছেছেন মন্ত্রী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice

Shialdanga GP under Jagatballavpur Block Howrah **E-tender vide NIT No. : SGP/NIet/985/2024 (04 NOS).** Last Date of Bid Submission : **24.01.2024 up to 9.30 A.M.** and opening date 29.01.2024 for more information **https://wbetender.gov.in**

ABRIDGED NIT

On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs.2113428/-** (Excl.GST & Cess). **vid NIT No. 27/10 to 33/16/XVFC-UNTIED&TIED&5THSFC/NIT/HGP/2024, dt.-09.01.2024.** The last Date of submission of Bids is **17.01.2024 up to 2.00p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.

Sd/- Pradhan, Herambagopalpur GP.

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT

Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.) UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 25/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **8.1.2024 from 11.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **23.1.2024 up to 11.00 AM**
Bid Opening Date: **25.1.2023 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block

NIeT No: 14/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **8/1/2024 from 9.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **23/1/2024 upto 11.00 AM**
Bid Opening Date: **25/1/2024 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block

NIeT No: 15/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **8/1/2024 from 11.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **23/1/2024 upto 2.00 PM**
Bid Opening Date: **25/1/2024 after 2.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block

NIeT No: 16/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **8/1/2024 from 11.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **23/1/2024 upto 3.00 PM**
Bid Opening Date: **25/1/2024 after 3.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-83/2023-24

Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_638761_1 **(2)** Tender ID No. 2023_ADDA_638817_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

Singur-I Gram Panchayat

Vill.- Jalaghata, P.O.+P.S.- Singur, Dist.- Hooghly, 712409

Notice Inviting Tender

e-Tender is invited only from bonafied resourceful contractor for execution of ddifferent development works vide **Memo No.: i) 02/SINGUR I/2023-24 (Sl.-1), Date: 02.01.2024 and ii) 05/SING-I/2023-24 (Sl.- 1-5), Date: 05.01.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **03.01.2024 (NIT-02) & 08.01.2024 (NIT-05) from 09:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **18.01.2024 up to 06:30 PM (NIT-02) & 23.01.2024 up to 03.00 PM (NIT-05).** Bid Opening Date: **22.01.2024 at 06:30 PM (NIT-02) & 25.01.2024 at 03:00 PM (NIT-05).** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Prodhan
Singur-I Gram Panchayat

Office of the KAPASDANGA GRAM PANCHAYAT

Under Murshidabad Jiaganj Development Block
Kapasdanga, Jafrabad, Murshidabad, Pin- 742149
e-mail: kapasdangagram@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online bid system under following tender **(NIeT) No; KGP-06/2023-2024; KGP-07/2023-2024 & KGP-08/2023-2024 Dated: 05-01-2024**. The last date for online submission of tender is **23-01-2024 (Tuesday) upto 13.00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Md. Kabirul Sekh
(Prodhan, Kapasdanga, G.P.)

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-84/2023-24

Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_637543_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

Gobardhandanga Gram Panchayat

Gobardhandanga : Sardighi: Murshidabad.

Tender

NOTICE INVITING e-TENDER NO- 012/GGP/5TH C.F.C./2023-24
Memo no: 204/GGP/15th CFC/(9)/2023-24, Date: 03/01/2024
- Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**
- Download tender documents from- **11/01/2024, at 11.00 hours.**
- Tender Documents Submission from **-11/01/2024, at 11.00 hours.**
- Tender Documents Submission Up-to- **18/01/2024, at 17.00 hour.**
- Technical Bid Opening - **22/01/2024, at 11.00 hours.**

Financial Bid Opening - **24/01/2024, at 11.00 hours**

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Gobardhandanga Gram Panchayat

Gobardhandanga : Sardighi: Murshidabad.

Tender

NOTICE INVITING e-TENDER NO- 011/GGP/5TH C.F.C./2023-24
Memo no: 203/GGP/15th CFC/(9)/2023-24, Date: 02/01/2024
- Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**
- Download tender documents from- **10/01/2024, at 11.00 hours.**
- Tender Documents Submission from **-10/01/2024, at 11.00 hours.**
- Tender Documents Submission Up-to- **17/01/2024, at 12.00 hour.**
- Technical Bid Opening - **19/01/2024, at 12.00 hours.**

Financial Bid Opening - **22/01/2024, at 11.00 hours**

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Gobardhandanga Gram Panchayat

Gobardhandanga : Sardighi: Murshidabad.

Tender

NOTICE INVITING e-TENDER NO- 010/GGP/15TH C.F.C./2023-24, (2nd Call)
Memo no: 199/GGP/15th CFC/(9)/2023-24, Date: 27/12/2023
Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**
- Download tender documents from- **05/01/2024, at 11.00 hours.**
- Tender Documents Submission from **-05/01/2024, at 11.00 hours.**
- Tender Documents Submission Up-to- **12/01/2024, at 16.00 hour.**
- Technical Bid Opening - **15/01/2024, at 11.00 hours.**

Financial Bid Opening - **16/01/2024, at 11.00 hours**

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Gope Gantar-I Gram Panchayat

Gantar, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 2 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-15/GG-I/SL.- 01-02/2023-24 & Memo No.: GG-I/04/1-18, Date: 04.01.2024. Tender ID: Tender ID 2024_ZPHD_640661_1, 2.** Bid Submission Start Date (Online): **08.01.2024 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.01.2024 up to 04:55 AM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **27.01.2024 at 11.00 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Shankarpur-I Gram Panchayat

Vill.+P.O.: Shankarpur, P.S.: Baruipur, Dist.: South 24 PGS., Pin-743610

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experiecned bidders for execution of different development works vide **NIT No.: 21, Memo No.: 14/SGP-I/23-24, Date: 08.01.2024. Scheme- 6 Nos. Fund: 15th FC (Untied, 2nd Installment 2023-2024).** Date of publish of Tender: **08.01.2024 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **18.01.2024 upto 02:00 PM.** Date of opening of Tender: **22.01.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayat

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA

Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur. PIN- 721124 W.B. INDIA

Notice Inviting Tender

E Tender (ID_2024_DHE_640732_1) dated: 08/01/2024
Tender Ref No. NIT/ 52/23 dated - 08/01/2024.

E-Tenders are invited from eligible Suppliers/Firms/agencies/having successfully completed similar nature of works with adequte working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Information about the work:

Name of the work	Procurement of laboratory equipments for Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya, Paschim Medinipur sanctioned vide Memo No 695-Edn(CS)/HED 17011(99)/1/2023 dt. 09-10-2023.
Bid Submission Start Date	08-01-2024 at 6 AM
Bid Submission End Date	24-01-2024 at 4PM

Sd/-(Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER

Tender are invited through offline Bid System under Following Tender No: **NGP-14/2023-24 Dated: 04-01-2024.** The last date for dropping of sealed tender is **11-01-2024 (Thursday) upto 14:00 Hours.**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2024_ZPHD_640935_1.	24-JAN-2024 01:30 PM
2024_ZPHD_640935_2.	24-JAN-2024 01:30 PM

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/- Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

109 (3rd Call), 137 (2nd Call), 139 (2nd Call) and 194 to 197/23-24
Dated. 08-01-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, Birbhum, Jalpaiguri, Burdwan and North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **09-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **22-01-2024 & 23-01-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.

Date: 08.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

NABADWIP MUNICIPALITY

NABADWIP, NADIA

SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:- NM/PWDT/NIT-026e/2023-2024 TO NM/PWDT/NIT-051e/2023-2024.Tender ID:-** 2024_MAD_638840_1, 2024_MAD_639269_1, 2024_MAD_639439_1, 2024_MAD_639476_1, 2024_MAD_639481_1, 2024_MAD_639543_1, 2024_MAD_640516_1, 2024_MAD_640517_1, 2024_MAD_640520_1, 2024_MAD_640521_1, 2024_MAD_640522_1, 2024_MAD_640523_1, 2024_MAD_640524_1, 2024_MAD_640526_1, 2024_MAD_640527_1, 2024_MAD_640528_1, 2024_MAD_640530_1, 2024_MAD_640531_1, 2024_MAD_640532_1, 2024_MAD_640533_1, 2024_MAD_640535_1, 2024_MAD_640536_1, 2024_MAD_640767_1, 2024_MAD_640769_1, 2024_MAD_640771_1,2024_MAD_640774_1.**Type of Work:-** Renovation and Up gradation construction of Bituminous and Concrete Roads and Drain works. Bid Submission Start Date:-**09-01-2024**. Bid Submission End Date:- **25-01-2024 at 5:00 PM. N.B.:**Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in.**

Sd/- Chairman, Nabadwip Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/029(e)/2023-24 dt. 08-01-2024

1. Development & strengthening of R.G.Nagar road offshoot in ward no-6.
2. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at R.G. Nagar Road in ward no 6.
3. Cement Concrete Road at Kader Nath Sen Lane Offshoot in ward no 13.
4. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at S.N. Mukherjee Lane & S.N. Banerjee Street in ward no 13.
5. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at Rajendra Avenue in ward no 14.
6. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at Chalk Lane in ward no 17.
7. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at N.N. Mukherjee 1st Lane, N.N. Mukherjee 2nd Lane, Madhusudan Banerjee Lane in ward no 17.
8. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at Shyam Sagar Mukherjee Lane in ward no 18.
9. Renovation of Rigid pavement with Mastic Asphalt at Janendra Avenue in ward no 19.
10. Estimate for construction of Bituminous Road with Mastic Asphalt at T.N. Mukherjee Road offshoot from Makhla Auto Stand upto Nagpuria Bustee in ward no 20.
11. Renovation of rigid pavement with mastic asphalt at T.N.Mukherjee Road offshoot from Bag house to Doluipara in ward no- 22.
12. Construction of C.C.Road at Aswini Dutta Nagar in ward no-6.
13. Upgradation of Sukanta Sarani from the jn of D.P.J.M.Sarani to the jn of D.J.Street in ward no-7.
14. Renovation of rigid pavement with mastic asphalt at B.K.Street near Younf Star Club in ward no- 15 and 19.
15. Concrete road beside Sarada polly pond near water tank in ward no 22.

Bid Submission Closing Date-**25.01.2024.**
For Details:- **wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 208, KOLKATA, TUESDAY, 9 JANUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ৯ জানুয়ারি ২০২৪

মহম্মদ শামিকে নিয়ে ফের শঙ্কা
অস্ত্রোপচার লাগবে সূর্যকুমারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মিলিয়ে ভারতের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। ২৫ জানুয়ারি হায়দরাবাদে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। বিশাখাপট্টনমে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানিয়েছে, প্রথম দুই টেস্টে না-ও খেলতে পারেন মোহাম্মদ শামি। অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়ার পর এখনো বোলিং শুরু করেননি গত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নেওয়া ভারতের এই তারকা পেসার।

এ ছাড়া টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদবও হার্নিয়ার সমস্যায় ভুগছেন এবং তাঁর অস্ত্রোপচার করাতে হবে। আইপিএল শুরুর আগেই সূর্যকুমার পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে পারে আইপিএল।

ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক সূত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছে, 'শামি এখনো বোলিং শুরু করেনি। তাকে এনসিএতে (জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি) গিয়ে আগে ফিটনেস পরীক্ষা করাতে হবে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্টের জন্য তাকে নিয়ে আমরা ঠিক নিশ্চিত নই। আর যাদবের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সময় লাগবে। হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করানোর পর দৌড়ানো শুরু করতে তার হয়তো ৮ থেকে ৯ সপ্তাহ সময় লাগবে। আশা করি আইপিএলে সে ফিট হয়ে উঠবে।'

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে গত বৃহস্পতিবার ১-১ ব্যবধানে শেষ হওয়া টেস্ট সিরিজের জন্য গত ৩০ নভেম্বর ঘোষিত ভারতের স্কোয়াডে ছিলেন শামি। কিন্তু পরে বিসিসিআই বিবৃতিতে জানায়, শামির টেস্ট খেলা নির্ভর করছে ফিটনেস পরীক্ষায় পাস করার ওপর এবং তাঁকে খেলার ছাড়পত্র দেয়নি মেডিকেল টিম। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, শামিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না বিসিসিআই।

ধর্মশালায় আগামী ১১ মার্চ পঞ্চম টেস্টের শেষের দিন দিয়ে এই সফরের সমাপ্তি টানবে ইংল্যান্ড। এই সিরিজে দুই পেসার যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজকে পাচ্ছে ভারত। আর সিরিজ যেহেতু ভারতের মাটিতে তাই স্পিনারদের প্রাধান্যই থাকবে বেশি, সে কারণে পূর্ণ শক্তির পেস বিভাগকে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না ভারত।

আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ অ্যাঙ্কেলের চোটের কারণে খেলতে পারবেন না সূর্যকুমার। ভারতের সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি দলের এই অধিনায়ক হার্নিয়া সমস্যার কারণে গোটা ঘরোয়া মৌসুম এবং আইপিএলের শুরুতে কিছু ম্যাচে না-ও খেলতে পারেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। জার্মানিতে স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করাবেন সূর্যকুমার।

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছে, 'কিছুদিন আগে সূর্যর হার্নিয়া ধরা পড়ে। সে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে এখন সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আছে। অস্ত্রোপচার করাতে সে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে জার্মানির মিউনিখে যাবে। এর অর্থ হলো মুম্বাইয়ের হয়ে রঞ্জিতে সে এবার অবশ্যই আর খেলবে না এবং আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে শুরুতে কিছু ম্যাচে না-ও খেলতে পারে।' ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুলও খেলাধুলা-সংক্রান্ত হার্নিয়া সমস্যায় পড়েছিলেন। সে বছর জুলাইয়ে রাহুলও মিউনিখে গিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়ে আসেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সূর্যকুমার তার আগেই সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে টাইমস অব ইন্ডিয়ার কাছে আশা প্রকাশ করেছেন বোর্ডের সেই সূত্র, 'জুনে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সুস্থ হয়ে উঠতে তাকে এর আগে যত সময় প্রয়োজন, দেওয়া হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের অনেক কিছুই তার ওপর নির্ভর করছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ওয়েবএমডি'র ফিটনেস গাইডলাইন অনুযায়ী, 'কুঁচকি কিংবা তলপেটের নিচের অংশে তন্তু, লিগামেন্ট কিংবা মাংসপেশি ছিঁড়লে অথবা টান লাগলে তাকে খেলাধুলাসংক্রান্ত (স্পোর্টস হার্নিয়া) হার্নিয়া বলে। খেললেই যে এটা হবে তা নয়, তবে যাঁরা খেলাধুলা করেন, তাঁদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।'

প্রয়াত ফুটবল কিংবদন্তি বেকেনবাওয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার মারা গেছেন। যে তিনজন ফুটবলার একই সঙ্গে খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি তাঁদের একজন। মৃত্যুকালে কিংবদন্তি জার্মান ফুটবলারের বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর পরিবার আজ এক বিবৃতিতে গতকাল তাঁর মারা যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে।

জার্মানির আইকনিক এই ফুটবলার পশ্চিম জার্মানির হয়ে ১৯৭৪ সালে অধিনায়ক হিসেবে এবং ১৯৯০ সালে কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ শিরোপা হাতে তোলেন। জার্মানির হয়ে তিনি সব মিলিয়ে খেলেছেন ১০৪ ম্যাচ। এ ছাড়া বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ১৯৭০ এর দশকে হ্যাটট্রিক ইউরোপিয়ান কাপও জিতেছেন বেকেনবাওয়ার। ক্যারিয়ার জুড়ে সাফল্যের মুকুটে দুর্দান্ত সব পালক যোগ করার পথে তিনি সর্বকালের সেরা ডিফেন্ডারদের একজন হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছেন।

'কাইজার' হিসেবে পরিচিত বেকেনবাওয়ার রক্ষণে দারুণ আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে পারতেন। বলের দখল রাখা থেকে শুরু করে আধুনিক সুইপার বা লিবেরোর ভূমিকায়ও তিনি ছিলেন অনন্য।

খেলা পরবর্তী জীবনে বেকেনবাওয়ারকে অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে দুর্নীতি করার অভিযোগ উঠে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগটি ছিল ২০০৬ বিশ্বকাপের আয়োজক হতে আয়োজক নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ফিফা সদস্যদের ভোট কিনতে তহবিল গঠন করেছিল জার্মান বিডিং কমিটি। আর এই বিডিং কমিটির প্রধান ছিলেন বেকেনবাওয়ার। ২০১৭ সালের মার্চে এই অভিযোগের জন্য সুইস প্রসিকিউটররা তাঁকে জেরাও করে। জীবনের এই নেতিবাচক অধ্যায়টুকু বাদ দিলে বেকেনবাওয়ারের বাকি জীবন ছিল অর্জন ও প্রাপ্তির।

মিউনিখের গিয়েসলিংয়ে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম গ্রহণ করেন বেকেনবাওয়ার। শৈশবে ১৮৬০ মিউনিখের ভক্ত ছিলেন ফুটবলার হতে চাওয়া এই জার্মান। কিন্তু বয়সভিত্তিক ফুটবলের জন্য তিনি বেছে নেন মিউনিখের আরেক ক্লাব বায়ার্নকেই। শুরুতে তিনি ছিলেন একজন সেন্টার ফরোয়ার্ড। বায়ার্নের হয়ে পেশাদার ফুটবলে তাঁর অভিষেক হয় ১৯৬৪ সালে। সে সময় ক্লাবটি খেলত জার্মানির দ্বিতীয় সারির ক্লাবে। বায়ার্নে খেলার সময়েই একপর্যায়ে তিনি মাঝমাঠ এবং পরবর্তীতে ডিফেন্ডার হিসেবে খেলতে শুরু করেন। বায়ার্নকে বুন্দেসলিগায় উঠে আসতে দারুণভাবে সহায়তাও করেন বেকেনবাওয়ার। এরপর ১৯৬৮-৬৯ মৌসুমে তিনি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন এবং দলটিকে প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগার শিরোপাও এনে দেন।

বায়ার্নকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ১৯৭২-৭৪ সালের মধ্যে দলকে ঘরোয়া লিগের হ্যাটট্রিক শিরোপাও এনে দেন। এ সময় ইউরোপিয়ান ফুটবলেও বায়ার্ন হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য এক দল। ১৯৭৪-৭৬ এর মধ্যে হ্যাটট্রিক ইউরোপিয়ান শিরোপা জেতার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

২০ বছর বয়সে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কোয়ালিফায়ারে সুইডেনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পশ্চিম জার্মানির হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। সেই ম্যাচে ২-১ গোলে জিতে ১৯৬৬ ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় পশ্চিম জার্মানি। সেবার অবশ্য ফাইনালে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় পশ্চিম জার্মানিকে। সে সময় জার্মান ফুটবল তাদের সোনালি সময়েও প্রবেশ করে। যে ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে পশ্চিম জার্মানি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেয়। আর দুই বছর পর আসে বহুল কাঙ্ক্ষিত ফুটবল বিশ্বকাপটিও।

দলীয় এই সব সাফল্যের পথ ব্যক্তিগত অর্জন ঝুলিও ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে বেকেনবাওয়ারের। ১৯৭২ ও ১৯৭৬ সালে ব্যালন ডি'অর জিতে নেন এই ডিফেন্ডার। বেকেনবাওয়ার ফুটবলকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানান ১৯৮৪ সালে। খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করে সেই একই বছর তাৎক্ষণিকভাবে পশ্চিম জার্মানির কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বেকেনবাওয়ার।

আগের অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাতে অবশ্য কোনো সমস্যা হয়নি। প্রথমবারেই দলকে ১৯৮৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে নিয়ে যান বেকেনবাওয়ার। তবে আরেক মহাতারকা ডিয়েগো ম্যারাডোনার অতিমানবীয় ফুটবলের সঙ্গে সেবার পেরে ওঠেনি পশ্চিম জার্মানি। রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু চার বছর পর সেই আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতেন বেকেনবাওয়ার। তাঁর আগেই এই কৃতিত্ব ছিল কেবল ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি মারিও জাগালোর। আর পরে সেটি করে দেখাবেন ফ্রান্সের দিদিয়ের দেশম।

ইংল্যান্ডকে খোঁচা শেহবাগের, 'আইপিএলে বাবুর্চি লাগবে না'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত সফরে ইংল্যান্ড নিজেদের বাবুর্চি নিয়ে যাবে, এমন খবর আসার পর বেন স্টোকসের দলকে খোঁচা দিয়েছেন বীরেন্দর শেবাগ ও আকাশ চোপড়া। প্রায় দেড় মাসের এ সফরে ইংল্যান্ড খেলবে ৫টি টেস্ট, যার প্রথম ম্যাচটি শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি।

কদিন আগে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানায়, লম্বা এ সফরে ইংল্যান্ডের বহরে থাকবেন একজন বাবুর্চিও। প্রথম টেস্টের আগে হায়দরাবাদে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। এর আগে সর্বশেষ পাকিস্তান সফরেও ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে ছিলেন একজন বাবুর্চি। ওমর মেজিয়ান নামের সেই বাবুর্চি এখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে কাজ করেন। নিজেদের সঙ্গে বাবুর্চি নিয়ে সফর করা শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবল ক্লাব ও আন্তর্জাতিক রাগবি দলগুলোর জন্য নিয়মিত ঘটনা। তবে ক্রিকেটে সেটি নিয়মিত নয় মোটেও।

সর্বশেষ পাকিস্তান সফরে মাঠে সফল হলেও মাঠের বাইরে ঠিকই ঝামেলায় পড়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথম টেস্টের আগে বাবুর্চিসহ কয়েকজন খেলোয়াড় ফুড পয়জনিংয়ে ভুগেছিলেন।

ভারত সফরে মসলাদার খাবারে যাঁদের আপত্তি, বিশেষ করে তাঁদের পুষ্টির দিকটি দেখতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। এতে আয়োজক বোর্ডকে অমর্যাদা করার কোনো ইচ্ছা নেই বলে ইংল্যান্ড দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আর বাবুর্চির খরচও বহন করবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডই (ইসিবি)। এমনিতে নিজের দলের মধ্যে বাইরের মানুষের আনাগোনা তেমন পছন্দ না করলেও টেস্ট কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম বাবুর্চির বিষয়টিতে আপত্তি করেননি কোনো। ভারতের বোর্ড বিসিসিআই ইংল্যান্ডের এমন সিদ্ধান্তে 'অপমানিত' বোধ করবে কি না, সেটি নিশ্চিত নয়। তবে এমন খবরে ইংল্যান্ডকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ ছাড়েননি দুই সাবেক ক্রিকেটার শেবাগ ও আকাশ। শেবাগ এক্সে লিখেছেন, 'কুক (অ্যালিস্টার কুক, সাবেক অধিনায়ক) যাওয়ার পরই এমন কিছুর দরকার পড়েছে।'

উল্লেখ্য, সাবেক অধিনায়ক কুকের ডাকনামও শেফ (বাবুর্চি)। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১২ সালে ভারতের মাটিতে সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। ৫৬২ রান করে কুক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সামনে থেকেই। ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতা সর্বশেষ দলও হয়ে থেকেছে সেই ইংল্যান্ডই। অন্যদিকে ইংলিশ ক্রিকেটাররা আইপিএলে গেলে বাবুর্চির দরকার পড়ে না;এমন খোঁচা দিয়েছেন আকাশও। ভারতের সাবেক এ ব্যাটসম্যান এক্সে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, 'সুন্দর ভাবনা। আমি নিশ্চিত, ইংল্যান্ডের বেশির ভাগ ক্রিকেটারই আইপিএলে নিজেদের বাবুর্চি আনছে বছরের পর বছর ধরে। মানেখ।'

'সবচেয়ে প্রিয়' টেস্ট ক্রিকেটকে ৪ ম্যাচ পরই বিদায় বললেন ক্লাসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হাইনরিখ ক্লাসেন। ঠিক কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত, সেটি আলাদা করে না বললেও ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে বেশি মনযোগ দিতে চান, সেটি ধরে নেওয়াই যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেট অবশ্য চালিয়ে যাবেন তিনি।

৩২ বছর বয়সী ক্লাসেন ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলেন চারটি টেস্ট ম্যাচ। ভারতের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ সিরিজের দলে না থাকলেও তিনি ভবিষ্যতের টেস্ট পরিকল্পনায় আছেন, এমন জানিয়েছিলেন কোচ শুকরি কনরাড। তবে ক্লাসেন সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তই নিলেন। আইপিএল, দ্য হান্ড্রেড, মেজর লিগ ক্রিকেটে চুক্তি আছে তাঁর।

এক বিবৃতিতে ক্লাসেন বলেছেন, 'সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কি না, সেটা ভেবে কয়েকটি নির্ঘুম রাত কাটানোর পর আমি লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা কঠিন সিদ্ধান্ত, কারণ ক্রিকেটে বেশ বড় ব্যবধানে এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সংস্করণ।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'মাঠে এবং মাঠের বাইরে যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছি, সেগুলোই আমাকে আজকের ক্রিকেটার বানিয়েছে। দারুণ একটি ভ্রমণ ছিল এবং আমি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আনন্দিত। যেগুলো পেয়েছি, এর মধ্যে আমার ব্যাগি টেস্ট ক্যাপটিই সবচেয়ে মূল্যবান।'

সেই ক্যাপ পরে ৪ ম্যাচে ক্লাসেন করেছেন ১০৪ রান। ২০১৯ সালে রাঁচিতে ভারতের বিপক্ষে অভিষেকের তিন বছরেরও বেশি সময় পর গত বছর ক্লাসেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টটি খেলেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে। এরপর দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলেন দুটি।

এবার দেশের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ক্লাসেনের আগে কাইল ভেরেইনাকে বেছে নেওয়া হয়। তবে এ বছরের পরের দিকে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ক্লাসেন খেলতে পারেন-এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কোচ কনরাড। এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে আরও ৭টি টেস্ট ম্যাচ-বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে দুটি করে, দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি ও পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি। ক্লাসেনের আগে ভারত সিরিজ দিয়ে অবসরে গেছেন সাবেক অধিনায়ক ডিন এলগার।

ওপেনার স্মিথ লারার '৪০০' রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারে: মাইকেল ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্টিভ স্মিথ যদি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে ওপেনিং করতে চান এবং তাঁকে সে সুযোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে এক বছরের মধ্যে তিনি টেস্টের ১ নম্বর ওপেনার হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। এমনকি ওপেনিংয়ে এসে স্মিথ যদি ব্রায়ান লারার টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ৪০০ রানের রেকর্ডও ভেঙে দেন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে মনে করেন ক্লার্ক।

ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার পরবর্তী ওপেনার কে হবেন, সিডনিতে ওয়ার্নার বিদায় নেওয়ার আগে থেকেই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের আলোচিত প্রশ্ন এটি। ওয়ার্নার থেকে শুরু করে অধিনায়ক, কোচ, সাবেক ক্রিকেটাররা, ওপেনিংয়ের জায়গার দাবিদার; সবাই নিজের মত জানাচ্ছেন। এরই মধ্যে স্মিথকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানোর কথাও উঠে এসেছে। স্মিথ নিজেও জানিয়েছেন, তিনি সুযোগ পেলে এ ভূমিকায় আসতে প্রস্তুত।

স্মিথের ওপেনিংয়ে নামা প্রসঙ্গে ইএসপিএনের 'অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট' অনুষ্ঠানে ক্লার্ক বলেন, 'আমি বিস্মিত হইনি। স্মিথি ব্যাটিং করতে ভালোবাসে। সে কাউকে কয়েকটি বল দেওয়ার চেয়ে বরং নিজেই খেলবে। প্যাট কামিন্স কৌতুক করেছে একটু। তবে আমি শুনেছি, স্মিথি কয়েকবারই এমন করেছে;কেউ যদি তার আগে গিয়ে বেশিক্ষণ ব্যাটিং করে, তাহলে পরেরবার গিয়ে সে তাদের হারাতে চায়। স্মিথির এই ব্যাপারটি দারুণ।'

ক্লার্ক এরপর যোগ করেন, 'সে ব্যাটিং ভালোবাসে। টেকনিকের দিক দিয়েও দারুণ। সে মানিয়ে নিতে পারবে। সে ওপেন করতে পারবে, কোনো সংশয় নেই। এর আগে তিনে খেলেছে। সে নতুন বলে ভালো, স্পিনে দারুণ। সে যদি করতে চায়, তাহলে আমার মনে হয়, তারা তাকে করতে দেবে।'

তেমন কিছু হলে কী হতে পারে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন অস্ট্রেলিয়াকে ৪৭টি টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া ক্লার্ক, 'স্টিভেন স্মিথ যদি ওপেন করতে চায়, এবং তারা তাকে সে সুযোগটা দেয়, তাহলে সে এক বছরের মধ্যে ১ নম্বর টেস্ট ওপেনার হয়ে যাবে। সে এমনই ভালো খেলোয়াড়। টেকনিক্যালি সে যথেষ্ট ভালো। সে বল ছাড়ে ভালো, দৃষ্টি ভালো, দারুণ হাত। হয়তো সে এই চ্যালেঞ্জই নিতে চাচ্ছে। সে কারও জন্য অপেক্ষা করে না।'

এরপর আরেকটি 'সাহসী' ভবিষ্যদ্বাণীও করেন ক্লার্ক, 'আরেকটি ব্যাপার, সে যদি ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ড ভাঙে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ, সে এতটাই ভালো। কারণ, এখন সে পুরো একটা দিন, হয়তো দুদিন পাবে ব্যাটিং করতে।'

অবশ্য ওয়ার্নার যে গতিতে খেলে গেছেন, তাঁর জায়গায় এসে ওপেনার হিসেবে তেমন কিছু করতে পারবেন কি না, সে আলোচনাও আছে। যদিও স্ট্রাইক রেটের এ আলোচনায় সেভাবে যেতে চান না ক্লার্ক, 'আমার মনে হয় না, তারা স্ট্রাইক রেট নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত। ম্যাথু হেইডেন, মাইকেল স্ল্যাটার, জাস্টিং ল্যাঙ্গারের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ভাগ এবং ডেভিড ওয়ার্নারের মতো কেউ;তারা সবাই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে খেলেছে;যেটি আমাদের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা এভাবেই খেলে। তবে ওপেনারদের স্ট্রাইক রেট নিয়ে মনে হয় না ভাবনার কিছু আছে। যদি স্মিথ ৪০-৫০-৬০-এ ব্যাটিং করে, রান কিন্তু আসবে। আর ইনিংস বড় হওয়ার সঙ্গে স্ট্রাইক রেট বাড়বে। এমন না যে স্মিথ রক্ষণাত্মক খেলোয়াড়। স্মিথি, গ্রিন, (ক্যামেরন) ব্যানক্রফট, ম্যাট রেনশ সবাই আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়।'

ক্যারিয়ারে স্মিথ কখনোই ইনিংস ওপেন করেননি, সবচেয়ে বেশি ব্যাটিং করেছেন ৪ নম্বরে। এর বাইরে তিন, পাঁচ ও ছয়েও খেলেছেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ম্যাচে। ক্যারিয়ারে ৩ নম্বরেই তাঁর সবচেয়ে বেশি গড় (৬৭.০৭)। এমনিতে দলের বাইরে থাকা ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাট রেনশ, মার্কাস হ্যারিসদের নাম শোনা যাচ্ছে সম্ভাব্য ওপেনার হিসেবে। তবে দলের সঙ্গে থাকা ক্যামেরন গ্রিনকে বেছে নেওয়া হতে পারে বলেও মনে করেন ক্লার্ক, 'তবে কামিন্সের কথা শুনে মনে হয়েছে, তারা ক্যামেরন গ্রিনকে ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় ওপেন করতে দেবে। যদি না স্মিথ করতে চায়। যদি চায়, তাহলে গ্রিন চার বা ছয়ে খেলবে। কামিন্স বলেছে, সে (ব্যাটিং অর্ডারে) বিশৃঙ্খলা চায় না। মারনাস (লাবুশেন) দারুণ (তিনে), স্মিথ চার, (ট্রাভিস) হেড পাঁচ, মিচ মার্শ ছয়ে। এর ফলে মনে হচ্ছে, গ্রিন দলে এসে ওপেন করবে।'

নতুন ওপেনার হিসেবে যাঁকেই নেওয়া হোক, আপাতত অস্ট্রেলিয়ার হাতে খুব বেশি সময় নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৭ জানুয়ারি থেকেই শুরু দুই টেস্টের সিরিজ। তবে যিনিই আসুন না কেন, সুযোগ দুই হাতে গ্রহণ করবেন বলেই ধারণা করেন ক্লার্ক, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অসম্মান না করেই বলছি, যাকেই সুযোগ দেওয়া হবে, দুহাতে নেবে। যদি ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলা হতো বা বিশ্বের অন্য কোনো জায়গায় খেলা হতো (তাহলে ভিন্ন হতো)। আমরা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা নিজেদের কন্ডিশনে খেলতে পছন্দ করি। এখানে বেড়ে উঠেছি। বাড়তি পেস ও বাউন্স পছন্দ করি।'

এরপর ক্লার্ক যোগ করেন, 'যে, ই সুযোগ পাক না কেন, ভালো সুযোগ। তবে সাফল্যের মূলসূত্র হলো দীর্ঘ মেয়াদে থাকা। ওয়ার্নার করতে পেরেছে। যে,ই সুযোগ পাক না কেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সুযোগ কাজে লাগিয়ে জায়গা পাকা করার ব্যাপার আছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**